Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশে নজরুলচর্চা

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.5
Pages	109-164
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশে নজরুলচর্চা

সৈয়দ আজিজুল হক

ভূমিকা

সর্বাধিক আলোচিত, জনপ্রিয় ও বিতর্কিত এবং স্বীয় সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এক স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার নির্মাণে সক্ষম ওজস্বী সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরেই নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) স্থান। তুলনামূলকভাবে স্বল্প-পরিধিসম্পন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি সূর্যবলয় নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন---যা আপন ঐশ্বর্যে আজও দীপ্তিমান। নজরুল ইসলামের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় স্বদেশের অখণ্ড ঐতিহ্যের সঙ্গে সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যধারা। এবং এভাবে ত্রিমুখী ঐতিহ্যধারার সংশ্লেষের মাধ্যমে তিনি স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার নির্মাণে সফল হয়েছিলেন। উদাহরণযোগ্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা :

এক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সে-সময় তাঁর প্রভাব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয়----কেনই বা থাকবে না—কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলো, স্বীকার করলো ---তাঁর এই রাজরোষ ও প্রজানুরাগ লাভ করে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো----অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা।[১]

দুই বস্তুত মানবতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা। মনে রাখা দরকার, সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।[২]

জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির দিক থেকে নজরুল ইসলাম ছিলেন সর্বাংশে রোম্যান্টিক। তাঁর বিদ্রোহী ও প্রেমিক সত্তার মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা কিংবা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক আপাত-দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রেরণা রোম্যান্টিক মানসেরই গভীরতম প্রদেশ-উৎসারিত।

বৈষম্যমূলক দ্বন্দ্বময় এই উপনিবেশ-সমাজে তাঁর রোম্যান্টিক অনুভবদীর্ণ প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যমুক্ত সুষম সমাজ নির্মাণের ; অন্যদিকে ব্যর্থতা ও অচরিতার্থতার অনিবার্য বেদনা তাঁকে হয়তো বা আত্মবিবরগামিতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে এই দ্বিমুখী টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁর অন্তর্গত সাহসী পৌরুষ সদাসর্বদা ছিল জনজীবনসম্পৃক্ত—সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধনই ছিল যার উদ্দেশ্য।

> যে-কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হলো সাময়িক আদর্শ-বিলাস। বাংলা সাহিত্যে তারও একটা আশ্রয় আছে। এ আদর্শ-বিলাস হল প্রথমত, নিপীড়িতদের প্রতি মমত্ববোধ, দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।[৩]

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে চেতনার শিল্পমূর্তি দানে রূপদক্ষ কারিগর হয়েও এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতার পথে তাঁর প্রধান অন্তরায় ছিল 'হৃদয়শাসিত সংবেদনা'। নজরুলের বড়ো সীমাবদ্ধতা ছিল তাঁর অসংযত আবেগ—যে-আবেগের সঙ্গে সূক্ষ্ম বৈষয়িক বুদ্ধির সংযোগ ঘটেনি। তাছাড়া আপন প্রতিভাশক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী এবং সদা বিকাশমান রাখার জন্য সচেতন সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধেরও অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। 'স্বকালবিদ্ধ' এই প্রতিভা স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা

প্রবাহের চাঞ্চল্যকে অঙ্গীকৃত করেই বর্ধিত ও বিকশিত হয়েছিল। ফলে যুগের অন্তর্দ্বন্দ্ব-স্ববিরোধিতাও তাঁর স্রষ্টামানসে হয়েছিল সমানভাবে প্রতিফলিত। তাঁর সচেতন সৃষ্টিশীল জীবনাংশের সেই সময়টা ছিল 'অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, দুরন্ত'। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সেই সময়টা সারা বিশ্বের জন্যই ছিল উত্তপ্ত ও চঞ্চল। সারা পৃথিবী জুড়েই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয় অবস্থা তখন। ভারতবর্ষে দুই শতাব্দীর ব্রিটিস ঔপনিবেশিক শাসনের যেমন অন্তিম-সময় তেমনি বিশ্বব্যাপীও তার শক্তির নিঃশেষিত এক প্রৌঢ় অবস্থা তখন। উপনিবেশ আকড়ে রাখবার স্বীয় চেষ্টায় রত ঔপনিবেশিক প্রভুচক্র; অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেণীসচেতন কমিউনিস্ট ও ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন শাসকচক্রের ভিৎ নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেও স্বাধীনতাকামী শক্তির মধ্যে অন্তর্গত বিরোধের তীব্রতাও কম ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণামস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ তখন ভারাক্রান্ত। হিন্দু মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু ও অপসৃয়মান অবস্থার পাশে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের প্রাণবন্ত কাল সেটা। নজরুলের সৃষ্টিকর্মে এই বৈচিত্র্যময় কালের বৈশিষ্ট্যই সুপরিস্ফুট :

> তেরোশো পঁচিশ আটাশ তিরিশে ইতিহাসোত্থ কারণে সময়-পর্ব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছিল বলে তা একটা আশ্চর্য রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল----যাকে মৃত্যুর বা অরুণের জীবন বলে মনে করতে পারা যেত।... এ রকম পরিবেশে হয়ত শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না, কিংবা জন্মায়, কিন্তু মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়।[৪]

এক প্রচণ্ড আশাবাদ ছিল নজরুল ইসলামের সহজাত জীবনবৈশিষ্ট্য। ফলে দারিদ্র্যের স্বস্তিহীন পরিমণ্ডলে ও কালের দুরন্ত আবর্তে জীবনের দুর্বিষহতায় হতাশা, হীনবীর্যতা এবং পলাতক মনোবৃত্তি সমকালীন অনেকের অন্বিষ্ট হলেও নজরুল ইসলামের মধ্যে ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাস।

নজরুলমানসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক মূল্যায়ন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

> বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তের ক্রমঅপসৃয়মান, ভগ্নপক্ষ, নৈরাশ্যমগ্ন ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলতঃ তারুণ্যশাণিত, আবেগে-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ব-বিস্তারে সীমাহীন রোম্যান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্যমুগ্ধ এবং অচরিতার্থ ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী।[৫]

প্রকৃতপক্ষে নিপীড়িতদের পক্ষাবস্থান---সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যা উচ্চকণ্ঠ প্রচারে কবিকে বাধ্য করেছিল অথচ বিশুদ্ধবাদীদের দ্বারা হয়েছিল বিরাগের শিকার—তা-ই নজরুলের কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য---যা, তাঁকে প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে---সমকালে ও উত্তরকালে। আজও তার কবিতা শোষিত সংগ্রামীদের প্রেরণা ও অন্বিষ্ট হয় এ-কারণেই। একটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা:

> ...নজরুল যে নিরন্ন জনসাধারণের ক্ষুধার অন্নের জন্য উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, তাদের অবস্থা বাংলাদেশে এবং এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে কি আজো একই তীব্রতায় বর্তমান নয়? নজরুল যে-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, উৎপীড়িতদের সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, সে অত্যাচারী ও উৎপীড়িতের অবস্থান কি খুব বেশি বদলেছে আজকের পৃথিবীতে? উৎপীড়িতের সপক্ষে বলেই নজরুল হয়ে ওঠেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা এবং এই তাৎপর্যেই তিনি আমাদের জাতীয় কবি। এই তাৎপর্যেই আজো তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অমলিন।[৬]

নজরুলচর্চা : প্রবণতাসমূহ

সৃষ্টিশীল জীবনের শুরুতেই, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের ভাগ্যে জোটেনি এমন এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, যা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

পাঠকদের মধ্যেই নয়, সাধারণ বাঙালি পাঠকের মনেও তিনি নবতর মাত্রার এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিপুল আলোড়ন ও প্রবল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এক বিরুদ্ধ-সমালোচনার আঘাতেও তাঁকে জর্জরিত হতে হয়েছিল প্রথমাবধি।

যুগের প্রভাবে নজরুলের কবিমানসে যে-স্ববিরোধিতার প্রতিফলন ঘটেছিল, সৃষ্টিকর্মেও তার অনুরণন ছিল সুস্পষ্ট। এরই সুযোগ নিয়েছিলেন বিরুদ্ধ সমালোচকেরা। এমন কি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচকেরাও ছিলেন অনেকাংশে বিভ্রান্ত। অন্যদিকে তাঁর ভক্ত-সমালোচকবৃন্দ যাঁদের সমালোচক অভিধায় চিহ্নিত করা যৌক্তিক কিনা—তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ, তাঁদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ভাবাবেগ-তাড়িত এক মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস এবং কিশোরসুলভ বিস্ময়-মুগ্ধতা।

যারা তাঁকে 'প্রতিভাবান বালক'[৭] বলেছিল কিংবা বলেছিল তাঁর সৃষ্টি-কর্ম ক্রমবিকাশহীন, তাঁর বিদ্রোহী সত্তা নৈরাজ্যবাদী, শৈল্পিক পরিমার্জনা ও পরিমিতিবোধের অভাবই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিংবা তাঁরা তাঁর শুধুমাত্র বিদ্রোহী সত্তার বা শুধুমাত্র প্রেমিক সত্তারই পরিচয় পেয়েছিল কিংবা যাঁরা পেয়েছিল শুধুমাত্র ইসলামের প্রতিই তাঁর একান্ত অনুরাগের পরিচয়—তারা যেমন, তেমনি যাঁরা তাঁকে মহত্ত্বের চূড়ান্ত অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে পূজা দিয়েছিল অতিমানব বলে, যুগপ্রবর্তক ও জাগরণের সম্রাট বলে----তাদের সকলের মধ্যেই বস্তুনিষ্ঠতা ও সামগ্রিকতাস্পন্দনের অভাব বড় পীড়াদায়ক। এটা অবশ্য ঠিক যে নজরুল ইসলামের সশব্দ আবির্ভাবের মধ্যে যে-নতুনত্ব ছিল তার চমকে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং প্রথাসিদ্ধতায় অভ্যস্ততার কারণেই এই নতুনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রথমে ছিলেন অপারগ, পরে দ্বিধান্বিত।

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমকালে এসে এই শাসনেরই পরিণাম-স্বরূপ রাজনীতির অঙ্গনে যে-সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা থেকে তাপ সংগ্রহ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনও হয়েছিল কলুষিত। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার শিকার মুসলিম সাহিত্যিকরা নজরুল ইসলামকে ইসলামের কবি হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস

পেয়েছিল। এছাড়া উপনিবেশ শাসন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তা সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রসারিত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। দুটো সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যের ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সময় এর অধিকাংশের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল মারাত্মক, তাদের এই বোধ ছিল শ্রেণীচেতনানিরপেক্ষ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একজন শক্তিমান পুরুষের অবলম্বন তাদের প্রয়োজন ছিল----এই অবলম্বন হয়েছিল নজরুল ইসলাম।

সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে সৃষ্ট কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সাংস্কৃতিক অনুগামীদের জন্য রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে রবীন্দ্র-বর্জনের বিপরীতে নজরুল ইসলামকে ইসলামের কবি কিংবা 'জাতীয় কবি'[৮] হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ছিল পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং সর্বগ্রাসী। অন্যদিকে বাংলাভাষী পশ্চিমাংশে নজরুল ইসলাম তাঁর উচ্চকণ্ঠ, হৃদয়শাসিত সংবেদনা, শৈল্পিক পরিমিতিবোধের অভাব প্রভৃতি কারণে কোনোকালেই আভিজাত্যের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেননি। ফলে নজরুল ইসলামের প্রকৃত, যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের অভাব আজও বর্তমান। তবে পাকিস্তান পর্বের শেষ দিকে এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক।

পাকিস্তানের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের[৯] তালিকায় নজরুল ইসলাম ও তাঁর সাহিত্যের সংযোজন ঘটেছিল শুরু থেকেই। তবে ষাটের দশকে এই আগ্রাসন যত সংগঠিত ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছিল, প্রথমাবস্থায় তত নয়। এর কারণ: সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনরূপ অন্য অহিফেনের[১০] কার্যকারিতা তখনও লুপ্ত হয়নি। শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল তখন 'আরবী হরফ', 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু', বাংলা ভাষায় নতুন আরবী-ফার্সী শব্দের আমদানী, বাংলা সাহিত্যের 'হিন্দু ঐতিহ্য', 'রবীন্দ্র-বিরোধিতা' প্রভৃতি। নজরুল সাহিত্য যদিও তখন অহিফেনের তালিকা থেকে বাদ পড়েনি কিন্তু অন্য অহিফেনের কার্যকারিতা অনেক বেশি থাকায় নজরুল সাহিত্য কম গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে এসব অহিফেনের নেশা কাটাতে

সক্ষম হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রবিরোধিতার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও অনেকাংশে পরাভূত হয়েছিল। ফলে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে বিরোধিতা কিংবা বর্জনের স্থলে বিকৃত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়েছিল। এই নতুন প্রক্রিয়ায় নজরুল ইসলাম তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। আজীবন অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য সৃষ্টির সাধনায় ব্রতী নজরুল ইসলামকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ইসলামের কবি, মুসলিম তমদ্দুনের বাহক, মুসলিম জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র প্রভৃতি অভিধায়।

নজরুলচর্চা : বিভাগ-পূর্ব কালের রূপরেখা

আবির্ভাবকাল থেকেই নজরুল ইসলাম যে শুধুমাত্র বিশুদ্ধবাদী সাহিত্যিক-সমালোচকদের দ্বারা প্রবল বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা নয়, গোঁড়া মুসলিম সাহিত্যিক-সাংবাদিকদেরও রোষানলেও পড়েছিলেন।[১১] 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় নজরুল-বিরোধী জেহাদ ঘোষিত হয়। এই জেহাদ অভিযানে যোগ দেয় গোঁড়া ইসলামবাদী মহলের পত্র-পত্রিকা 'মোসলেম জগৎ', 'মোসলেম দর্পণ', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রভৃতি। এই জেহাদের নেতৃত্ব দেন মওলানা আকরাম খাঁ, নজির আহমদ চৌধুরী, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। এঁরা নজরুলকে কাফের ফতোয়া দেন। বিভাগোত্তরকালে 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' পত্রিকা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। কবি গোলাম মোস্তফা স্বীয় বক্তব্যে পূর্বাপর স্থির থাকেন এবং 'নও বাহার' পত্রিকায় নজরুলের ইসলাম-বিরোধী রচনাংশ বাদ দেওয়ার দাবি তোলেন।

মৌলবাদী ও গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধ-সমালোচনার বিপরীতে বাংলা-ভাষী এই অঞ্চলের এক শ্রেণীর সাহিত্যিক-সমালোচক শুরু থেকেই নজরুল ইসলামের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষুদ্র-বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের এ-প্রচেষ্টা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

বিরুদ্ধ-সমালোচনার বিপরীতে কবি-পক্ষের প্রতিবাদী সমালোচক হিসেবে মুসলিম তরুণদের মধ্যে, বলতে গেলে, একক শ্রেষ্ঠ ভূমিকা ছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (১৮৯৭-১৯৭৮)।

তিনি প্রথম অগ্নি-বীণা কাব্যের সমালোচনা লিখে নজরুল ইসলামকে 'যুগ-প্রবর্তক' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন। এছাড়া 'কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি বিরুদ্ধ-সমালোচনার যুক্তিপূর্ণ জবাব প্রদানের প্রয়াস পান। ১৩৩৩-৩৪ সালের 'সওগাতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের অনুকূলে জনমত সৃষ্টিতে এবং পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

নজরুল ইসলামের গঠনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে এর পরে উল্লেখযোগ্য নাম আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯)। তবে এক্ষেত্রে কবি আবদুল কাদিরের (১৯০৬-৮৫) নাম সর্বাগ্রগণ্য। 'নজরুলের গানে কথা ও সুর' (১৯৩৩), 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৯৩৮), 'নজরুল গীতিকবিতা' (১৯৪১), 'নজরুল জীবনী' (১৯৪১), 'নজরুল কাব্যালোক' (১৯৪৩), 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' (মে ১৯৪৭) প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি নজরুল প্রতিভার বিশ্লেষণধর্মী পরিচয় তুলে ধরেন। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সমাজবাদী সমালোচকের দায়িত্ব পালন করে কবি আবদুল কাদির নজরুল সমালোচকদের মধ্যে পথিকৃতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

এরপরে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ সালে কবির ৪৩তম জন্মজয়ন্তীতে 'কবি নজরুল' শীর্ষক একটি দীর্ঘ আলোচনায় তিনি নজরুলের সাহিত্য জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করে সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে নজরুল প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নে প্রয়াসী হন।

বিভাগ-পূর্বকালে নজরুল সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আবুল ফজলের (১৯০৩-৮১) 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' (মার্চ ১৯৪৭)। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ-র ভূমিকা সম্বলিত এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে নজরুল জীবনী, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নজরুল, তাঁর কবিতা, গল্প-উপন্যাস-নাটক ও সঙ্গীতের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ না থাকলেও প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক।

নজরুলচর্চা : প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

বিভাগোত্তরকালে বিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনার বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নজরুল চর্চারও কিছু উদাহরণ আছে। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুলকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করে তোলার 'মহৎ উদ্দেশ্য' নিয়ে 'আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম' গড়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমীর হোসেন চৌধুরী, খান মুহম্মদ মঈনউদ্দিন প্রমুখ। এছাড়া গড়ে উঠেছিল ইকবাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি। এর চেয়ারম্যান ছিলেন মীজানুর রহমান। তিনি নজরুল ইসলামের অনেক কবিতার অনুবাদ করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তা ছেপে প্রচার করেন। সোসাইটি থেকে তিনি 'নজরুল ইসলাম' শীর্ষক একটি স্বরচিত ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৬৪ সালে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে কবি তালিম হোসেন জাস্টিস নুরুল ইসলামের র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের বাসায় যে-সভার আয়োজন করেন তাতে 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তালিম হোসেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন: আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সিরাজউদ্দীন হোসেন, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ প্রমুখ। কিন্তু ১৯৬৭ সালে সরকারী আনুকূল্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাভাবে এই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তেমন অগ্রসর হয়নি। নজরুলচর্চার মাধ্যমে ইসলামের চর্চা সম্প্রসারিত হবে এবং তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে এমন ধারণা থেকেই পাকিস্তান সরকার নজরুল একাডেমীর প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে নজরুল একাডেমীর প্রতি সরকারী বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু একাডেমীর কাজের পরিধি হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে এবং স্বাধীনতা-উত্তর অল্প কিছু সময় জুড়ে একাডেমীর পক্ষে থেকে বেশ কয়েকটি নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ, নজরুল একাডেমী পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে নজরুল চর্চার ব্যস্ত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে তা শুধুমাত্র গানের স্কুল পরিচালনার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'নজরুল ইনস্টিটিউট'। এই প্রতিষ্ঠান একটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশসহ নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

নজরুলচর্চা : সাহিত্য-গবেষণা

বিভাগোত্তরকালের নজরুল সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে কবি আবদুল কাদির ও কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল প্রতিভা' (১৯৪৯) প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও এ-গ্রন্থের সবগুলো রচনাই বিভাগপূর্বকালে রচিত। গ্রন্থটির প্রথমে কবি আবদুল কাদিরকৃত নজরুল জীবন সম্পর্কিত আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও সমগ্রতাস্পন্দিত। এছাড়া গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট কাজী আবদুল ওদুদের নজরুল সাহিত্য সম্পর্কিত তিনটি রচনার মধ্যে 'নজরুল ইসলাম' (১৯৪১) শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটিতে নজরুলের কবিমানসের একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। প্রবন্ধটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো : এতে নজরুলের সাহিত্য জীবনের যে চারটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে লেখকের মৌলিকত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। বাকী দুটি প্রবন্ধ—'প্রতীক-প্রীতি' (১৯৪৩) ও 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ' (১৯৪৬) তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সৈয়দ আলী আহসানের (জ. ১৯২২) 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫২) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে 'নজরুল ইসলামের ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া 'নজরুল ইসলাম : একটি মন্তব্য' ও 'বিদ্রোহী' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাকী 'ভাঙার-গান', 'যুগ-বাণী', 'মরু-ভাস্কর', 'বন-গীতি', 'জুলফিকার', 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি প্রবন্ধ স্কেচধর্মী এবং প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভে সক্ষম হয়নি।

সৈয়দ আলী আহসানের আলোচনা উচ্ছ্বাস-তাড়িত নয়, বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাসক্তিও বর্তমান। তাঁর বড় গুণ হলো : তিনি কখনও বিষয়-বহির্ভূত পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরোপিত-মন্তব্য করতে অভ্যস্ত নন।

নজরুল ইসলামের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান প্রথমে সাধারণভাবে কবিতায় ছন্দের ভূমিকা বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা বলেছেন। অতঃপর বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কেও করেছেন

সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা যেমন সমগ্রতাস্পন্দিত তেমনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক। একটি উদাহরণ:

> নজরুল ইসলাম ব্যঞ্জনবর্ণের দ্রুত লয়ের ঝঙ্কার ও গভীর ধ্বনি-মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাংলা ছন্দের সনাতন রূপকে অব্যাহত রেখেও শব্দাংশের ঝোঁক দিয়ে পর্ব, পদ ও বাক্যাংশের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন।[১৩]

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌-র (জ. ১৯৩৬) 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৬৩) শীর্ষক গ্রন্থটি প্রাথমিক প্রয়াসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ-নামের প্রবন্ধটি আয়তনে দীর্ঘ; প্রথম সংস্করণে এই একটি মাত্র প্রবন্ধ নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় আরও ছয়টি প্রবন্ধ ও 'নজরুল কাব্য: সমালোচনার হেরফের' শীর্ষক একটি নিবন্ধ—যাতে লেখক প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচকের আলোচনা সম্পর্কে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এই গ্রন্থে নজরুল ইসলামের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য যে তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। অগ্রজ কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এবং উত্তরসূরিদের ওপর নজরুলের প্রভাবের পরিচয় তুলে ধরে লেখক নজরুল ইসলামের কবি সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অগ্রজ দুজন প্রখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা করে নজরুল ইসলামের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে লেখকের সচেষ্টতা বস্তুনিষ্ঠ নয় বরং নজরুল ইসলামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। যদিও তিনি বলতে চেয়েছেন যে অগ্রজ দুজনের মানসলোক যেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে সফল সেখানে নজরুলের মানসলোক অতিরিক্ত একটি ঐতিহ্য, মধ্যপ্রাচ্যীয় ঐতিহ্যকে, অঙ্গীকৃত করে সমৃদ্ধি বিচারে অধিকতর পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেছে। নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মে স্বদেশের উভয় সম্প্রদায়ের অখণ্ড ঐতিহ্য অন্বিষ্ট হওয়ায় তা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে

সমর্থ হয়েছে। এই আলোচনায় সত্যের পরিচয় থাকলেও শেষ সিদ্ধান্তে রয়েছে চরম পক্ষপাত তথা নজরুলকে বড়ো করে দেখানোর কূপমণ্ডুকতা। পাকিস্তানের বিশৃঙ্খল সাংস্কৃতিক পরিবেশে নজরুল ইসলামকে খণ্ডিত-ভাবে উপস্থাপনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিপন্ন করার যে অপপ্রয়াস ছিল এই গ্রন্থটি সেই দায় থেকে মুক্ত নয়।

আমীর হোসেন চৌধুরীর 'নজরুল কাব্যে রাজনীতি' (১৯৬৬) শীর্ষক গ্রন্থে নজরুলের কবিতায় রাজনীতি-সচেতনতা আলোচ্য বিষয় হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু এতে বিধৃত হয়েছে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী, অসুস্থ হওয়ার পর নজরুলের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাতের অনু-পুঙ্খ বিবরণ। সেদিক থেকে শিরোনামার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এজন্যে লেখককে দায়ী করা চলে না। কেননা বইটি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এবং এর নামকরণও লেখক প্রদত্ত নয়। আসলে গ্রন্থটি নজরুল সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিক-অনুভূতি মাত্র। নজরুল সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতিমূলক এই গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ নয়।

আতাউর রহমানের (জ. ১৯২৭) 'কবি নজরুল', প্রথম খণ্ড (১৯৬৮) শীর্ষক গ্রন্থে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ ছাড়া সন্নিবিষ্ট পনেরটি প্রবন্ধে লেখক নজরুলের কবিমানস সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটি নজরুল জীবনের ঘটনা-পঞ্জীতে আচ্ছন্ন নয়, তথ্য পরিবেশনার চেয়ে বিচার বিশ্লেষণের প্রতিই লেখকের সর্বসতর্ক দৃষ্টি বর্তমান। এ ছাড়া মার্কসীয় দৃষ্টিতে নজরুলকে বিচারের প্রয়াস এই প্রথম। সেদিক থেকে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অব-দানের মূল্য বিচারে সমালোচকেরা যে ভাবাবেগের আতিশয্য প্রদর্শন করেছেন—যা থেকে পাকিস্তান যুগে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থই মুক্ত নয়—তার কারণ: নজরুলের বৈচিত্র্যময় জীবন। গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন এই দেশে বৈচিত্র্যময়তা বিস্ময়কর বলেই এক অদৃশ্য

পক্ষপাত তাঁর কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রায়শ লক্ষণীয়। এজন্য দায়ী মূলত সময় এবং পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কৃত্রিম সৃষ্টি। তবে আতাউর রহমানের এই গ্রন্থের বিশিষ্টতা হলো : এটি ভাবাবেগের আতিশয্য কিংবা পক্ষপাতদোষ থেকে মুক্ত।

এই গ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৭১ সালে ভিন্ন নামে, 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা' নামে, তাতে প্রথম সংস্করণের তিনটি প্রবন্ধ বাদ গিয়ে নতুন চারটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

গাজী শামসুর রহমানের (জ. ১৯২১) 'নজরুলের বিচার' (১৯৬৮) শীর্ষক গ্রন্থে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগ এবং তার ভিত্তিতে সংঘটিত বিচার, শাস্তি প্রভৃতির আইনগত ন্যায্যতার দিক বিবেচনা করা হয়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত রচনার জন্য অন্যায় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে কবিকে সেসব রচনা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে---তবে তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

রফিকুল ইসলামের (জ. ১৯৩৪) 'নজরুল নির্দেশিকা' (১৯৬৯) গ্রন্থটি গবেষণাকর্মে সহায়ক একটি মূল্যবান প্রামাণ্য দলিল-গ্রন্থ। নজরুলের রচনার কালানুক্রমিক সূচি এবং গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা, গল্প, নাটক-নাটিকা ও উপন্যাসের বর্ণনানুক্রমিক সূচি এবং গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী তৈরিতে লেখকের গবেষণাধর্মী শ্রম-নিষ্ঠার পরিচয় বিধৃত। লেখার ক্ষেত্রে এদেশের লেখকদের স্বাভাবিক প্রবণতা স্মৃতিনির্ভরতা। অথচ স্মৃতির সহজ-গতি প্রতারণাপূর্ণ। সেক্ষেত্রে তথ্যের প্রতি নির্ভরতার আগ্রহ, তথ্য অনুসন্ধানে শ্রম-নিয়োগ এবং উত্তর-প্রজন্মকে প্রকৃত তথ্য প্রদানে সহায়তা ও তথ্য অনুসন্ধানে আগ্রহী করে তোলা স্থান ও কালের বিচারে তাৎপর্যবহ। রফিকুল ইসলামের শ্রম এই বিবেচনায় সফল ও সার্থক।

'নজরুল প্রতিভা' (১৯৬৯) শীর্ষক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দশটি প্রবন্ধে নজরুলের জীবন ও কবি মানসের একটি বিশ্লেষণ-ধর্মী চিত্র উপ-স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন মোবাশ্বের আলী। নজরুল-সাহিত্য বিশ্লেষণ

উচ্ছ্বাস-তাড়না ও বিস্ময়-বিমুগ্ধতার বিপরীতে মোবাশ্বের আলীর বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিকতা সার্থকতামণ্ডিত। তবে নজরুলের , এমনকি কবি নজরুলেরও সামগ্রিক আলোচনায় এ-গ্রন্থ সফলতা সূচিত করতে সক্ষম হয়নি।

'জীবন-শিল্পী নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের দারিদ্র-ক্লিষ্ট, বিরূপ বিশ্বে অসহায় একাকী পথচারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। 'নজরুল কাব্যের পটভূমি'তে বিশ্লেষিত হয়েছে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার উৎসমূল এবং এর ওপর ভিত্তি করে নজরুলের কবিসত্তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। রোম্যান্টিকতায় আকণ্ঠ-নিমজ্জিত নজরুলের কবিসত্তার চরিত্র নির্ণীত হয়েছে 'নজরুলের রোম্যান্টিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে। 'ঐতিহ্য এবং নজরুল কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের সংস্কৃতিতে বর্তমান হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্য-পুষ্ট নজরুলের কবিমানসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। নজরুলের কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি ও নারীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে 'নজরুল কাব্যে প্রেম' ,'প্রকৃতির কবি নজরুল' ও 'নজরুল কাব্যে নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে। নজরুলের সচেতন জীবনের শেষাংশে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকর্ষণের উদ্ধৃতি-সমর্থিত পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে 'নজরুলের মরমীবাদ' প্রবন্ধে। 'নজরুল প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে নজরুলের কবিমানসের বিভিন্ন উপাদান, কবিতার আঙ্গিক ও ভাষায় নজরুলের স্বকীয়তা নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন লেখক।

রাজিয়া সুলতানার (জ. ১৯৩৭) 'নজরুল অন্বেষা' (প্রথম খণ্ড, স্বরবর্ণ, ১৯৬৯) নজরুলের বিভিন্ন রচনার নামসূচির অকারাদির ক্রম-অনুসারে ব্যাখ্যাগত অভিধান-গ্রন্থ। ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন এবং একটি শৃঙ্খলিত ব্যাখ্যা-বিন্যাস উপস্থাপনে গ্রন্থকারের প্রয়াস সার্থক।

নজরুলের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস এবং বিভিন্ন চরিত্রের নাম অনুযায়ী অকারাদিক্রমে এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। কবিতার নামের পাশে বন্ধনীতে প্রথম চরণ উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমে কবিতার রচনাকাল ও প্রকাশকাল, পরে কথাবস্তু; অবশেষে আলোচনা ও মন্তব্য—

এই ক্রমধারা অনুসৃত হয়েছে। গানগুলি প্রথম চরণ অনুযায়ী সংকলিত। এক্ষেত্রে আলোচনা বা কথাবস্তু দেওয়া হয়নি।

অশোক কুমার মিত্রের 'নজরুল-প্রতিভা পরিচিতি' (১৯৬৯) ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাস-তাড়িত একটি সমালোচনা-গ্রন্থ। নজরুল ইসলামকে মহা-কবি হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি কেন নোবেল পুরস্কার পাননি সেজন্য খেদোক্তি করা হয়েছে গ্রন্থের ভূমিকায়।

'কবি জীবনী', 'মাইকেল মধুসূদন ও নজরুল', 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', 'নজরুল কাব্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য', 'শিশু সাহিত্যিক নজরুল', 'প্রকৃতি বর্ণনায় নজরুল', 'হাস্যরস সৃষ্টিতে নজরুল', 'শোক-কাব্যে নজরুল', 'নজরুল কাব্যে ইসলাম,' 'জাতীয়তার কবি নজরুল', 'রাজনীতিতে নজরুল' এবং 'সঙ্গীতে ও অভিনয়ে নজরুল' শীর্ষক বারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। সবকটি প্রবন্ধেই লেখকের উচ্ছ্বাসের পরিচয় বিধৃত।

নির্ঘন্ট-অভিধান রচনারীতি বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক বিচারের আন্তর্গরজেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই রীতির প্রচলন ঘটেছে বহু আগে এবং এখন এটি সাহিত্যের একটি অপরিহার্য আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। সৃজনশীলতার দাবি মেটাতে না হলেও নির্ঘন্ট-অভিধান রচনার কাজটি নিঃসন্দেহে শ্রমসাধ্য ও গবেষণামূলক।

এদিক থেকে ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের 'নির্ঘন্ট-অভিধান' (১৯৭০) রচনার প্রয়াস সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ। স্মর্তব্য যে নির্ঘন্ট-অভিধানে শব্দার্থ থাকে না, থাকে শব্দ বা বাক্যাংশে ব্যবহারের কৌশল বা প্রয়োগরীতি—যা থেকে পাঠকমনে অর্থ আরও সুস্পষ্ট হয়। আলোচ্য গ্রন্থে নজরুল রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সন্নিবিষ্ট নয়। এতে স্থান পেয়েছে সঞ্চিতাসহ নজরুলের এগারোটি কাব্যগ্রন্থ এবং দুইটি গদ্যগ্রন্থ। এতে মূলতঃ আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দের নির্ঘন্ট তৈরি করা হয়েছে। খণ্ডিত প্রয়াস হলেও নজরুলের মানস বিচারে, তাঁর শব্দ ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবনে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

নজরুল ইসলামের কবিতায় শব্দের যাদুকরী ব্যবহার যে তাঁর কবিতাকে বিশেষ মানদণ্ডে উন্নীত করেছে--তা অনস্বীকার্য। সব কবিরই স্বীয় শব্দ ব্যবহারের একটি রীতি ও নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল আছে। সেজন্য শুধু ভাব নয়, বিষয়বস্তু নয়, শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য থেকেও একজন কবিকে অন্যজনের থেকে পৃথক করতে পারি। নজরুলের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের এই বিশিষ্টতা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। বিশেষ করে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনায়াস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পারদর্শী ভূমিকা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। শুধুমাত্র মুসলিম কিংবা মধ্যপ্রাচ্যীয় ঐতিহ্যের বাহন হিসেবেই যে তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের গতি স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তা নয়---বিষয়কে ভাবের যথাযথ অনুগামী করার জন্য, অর্থের মাত্রা বিস্তৃত করার জন্যও তিনি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া স্মর্তব্য যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি পৌরাণিক ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সমান নিষ্কুণ্ঠ।

শাহাবুদ্দিন আহমদ (জ. ১৯৩৬) তাঁর 'শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম' (১৯৭০) শীর্ষক গ্রন্থে নজরুলের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি ও চমৎকারিত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি কবিতায় শব্দের ভূমিকা বিশ্লেষণের পাশাপাশি নজরুলের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা নির্ধারণেও ব্রতী হন। যদিও শুধু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারই তার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংস্কৃত, পৌরাণিক ও ইংরেজী শব্দও। তাছাড়া সমসাময়িক কবিদের শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা এবং পরবর্তী কবিদের কবিতায় নজরুলের শব্দ ব্যবহারের প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপনে লেখকের শ্রমনিষ্ঠ গবেষকের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তবে শাহাবুদ্দিন আহমেদের সকল প্রয়াসই তার মৌল প্রবণতার কারণে অসার্থকতায় পর্যবসিত হয়। মৌল প্রবণতায় তিনি ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত, নজরুল বিশ্লেষণে যাদের রয়েছে বাস্তবতার বাইরে এক কাল্পনিক অতিশয়োক্তি। তাঁর আলোচনায় বিষয় ও ভাবেব উপেক্ষা স্পষ্ট। নজরুল মানসবিচারেও তার ভ্রান্তি লক্ষণীয়। নজরুল সম্পর্কে তিনি যে কতখানি উচ্ছ্বসিত তা একটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হবে:

বিষয়ের সঙ্গে পরিচয়ে, রূপসৃষ্টির অনন্যতায়, অনুভূতির তীব্রতায়, বাস্তবের সংরাগে এবং প্রত্যক্ষ নিবিড় অভিজ্ঞতার আত্মা-নিঙড়ানো নির্যাসে নজরুল পূর্বসূরিদের অনেক দূরে ফেলে এসেছেন।[১৪]

নজরুলের কবিতার শৈল্পিক মানদণ্ড বিচারের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌-র 'নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ' (১৯৭৩) গ্রন্থটি প্রাথমিক-পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। লেখকের বিবেচনা গভীর না হলেও কিংবা মোহমুক্ত পক্ষপাতহীন না হলেও তা বিস্তৃত। খুঁটিনাটি সমগ্রকে ছোঁয়ার দায়িত্ব-বোধে লেখক উজ্জীবিত হলেও---বিস্তার আর গভীরতা সমান্তরালে এগোলে তা সমগ্রতাসন্ধানে যে ব্যর্থ---বর্তমান গ্রন্থটি সেই ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছে।

গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধের প্রথমটি 'কবিতার শিল্প' বিশেষত নজরুলের কবিতার শিল্প সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা। বাকী-গুলি নজরুলের কবিতায় কল্পনা-প্রতিভা, উপমা, চিত্রকল্প এবং ভাষা ও ছন্দ নিয়ে। কল্পনা-প্রতিভার আলোচনায় লেখক বিশদ পটভূমি ব্যবহার করায় তাতে অকারণ-বিস্তার ও পুনরুক্তি-দোষ স্পষ্ট। তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থটির মতো এখানেও মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ নজরুলের সাহিত্য বিবেচনায় যতটুকু না বস্তুনিষ্ঠ তার চেয়ে বেশী উচ্ছ্বসিত, মোহমুগ্ধ। এই উচ্ছ্বাস প্রায়শ মাত্রাহীন। পাকিস্তানী শাসনামলে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুলকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিপন্ন করার যে কূপমণ্ডুক মাতামাতি ও নির্লজ্জ রুচিবিগর্হিত প্রয়াস এদেশের আংশিক বুদ্ধিজীবী-চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ-উল্লাহ্‌র বিবেচনা তা থেকে মুক্ত নয়।

বিশিষ্ট নজরুল-ভক্ত শাহাবুদ্দিন আহমেদের নজরুল-প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নজরুল সাহিত্য বিচার' (১৯৭৬)। এতে অন্তর্ভুক্ত পঁচিশটি প্রবন্ধে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা ছাড়াও নজরুল চর্চার একটি বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। নজরুলের সামগ্রিক বিবেচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশিষ্ট। এ-গ্রন্থে লেখক নজরুল সম্পর্কে স্বীয় আবেগকে উচ্ছ্বাসমুক্ত রাখতে সমর্থ হলেও অতিমাত্রার মুগ্ধতা

ঢাকতে পারেননি। নজরুলকে তিনি ভালোবাসেন এবং সেই ভালো-বাসায় তিনি অন্ধ। এ-কথা বলার কারণ: গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনার পেছেনই বিরুদ্ধ-সমালোচনার জবাব দানের উদ্দেশ্য কার্যকর। এবং এটা যে অন্ধ-ভক্তদেরই দায়িত্ব-ভুক্ত—তা বলা বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যের কলাকৈবল্যবাদী ধারার গোত্রভুক্ত আবদুল মান্নান সৈয়দের (জ. ১৯৪৩) 'নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা' (১৯৭৭) শীর্ষক গ্রন্থে নজরুল-বিষয়ক আলোচনা শারীরিক ব্যবচ্ছেদে সীমাবদ্ধ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, তবে তার স্বীকারোক্তিতে সাহসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। তবে মান্নান সৈয়দের বৈশিষ্ট্য হলো: তার আলোচনা তরলতাদুষ্ট, উচ্ছ্বাসপ্রবণ কিংবা অকারণ মুগ্ধতায় পর্যবসিত নয়। শরীরনির্ভর আলোচনার কারণেই হয়ত তাকে বিদ্যমান বস্তুকেই অবলম্বন করতে হয়। এছাড়া তাঁর প্রধান গুণ: অনুপুঙ্খতা ও গবেষণা-ধর্মিতার প্রতি অখণ্ড মনোনিবেশ। তিন খণ্ডে বিভক্ত আলোচনার প্রথমাংশে নজরুল সম্পর্কিত কয়েকটি সার্বিক বিশ্লেষণের অবতারণা করা হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে আঙ্গিক আলোচনা এবং তৃতীয়াংশে গ্রন্থা-লোচনাসহ কয়েকটি সাধারণ আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। যোজনাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নজরুলের জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যনির্দেশ।

নজরুল গীতি সম্পর্কে তথ্য-নির্ভর এবং বিশ্লেষণাত্মক একটি সামগ্রিক আলোচনাগ্রন্থ হিসেবে করুণাময় গোস্বামীর (জ. ১৯৪৩) 'নজরুল গীতি প্রসঙ্গ' (১৯৭৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রয়াস প্রাথমিক বলেই অনন্য নয়, এবং নয় সার্বাংশে সার্থকও। সংখ্যা বিচারে নজরুলের গানের পরিধি যেমন বিশাল তেমনি সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যেও সমান বৈচিত্র্যময়। সুতরাং এর একটি সামগ্রিক আলোচনা নিশ্চয়ই দুরূহ। তবে শ্রম বিচারেই তাঁর প্রয়াস যে প্রশংসনীয়—তা নয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রতিটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ প্রভৃতি তার শ্রমকে সার্থক করেছে। সঙ্গীতের প্রায় সকল শাখায় নজরুলের যাতায়াত ছিল অনায়াস। দেশপ্রেমমূলক, অধ্যাত্ম-বিষয়ক, প্রকৃতি-বিষয়ক ও আধুনিক গান, গজল, রাগ সঙ্গীত, লোকগীতি, হাসির গান, বাউল গান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত—সর্বত্র দ্বিধাহীন পদচারণা তাঁর। আলোচ্য-গ্রন্থে প্রতিটি

বিষয়েরই পৃথক অনুপুঙ্খ এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলাসমন্বিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের শেষদিকে নজরুল গীতি সংরক্ষণ ও তার উন্নয়ন সম্পর্কে কতিপয় সমস্যার ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি গানের রচনার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে একটি অধ্যায়ে। এসবকিছু গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ রূপদানে সহায়ক হয়েছে।

'কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা' (১৯৮২) শীর্ষক ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘকায় গ্রন্থে রফিকুল ইসলাম নজরুলের জীবন ও কবিতার বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক যে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য, গ্রন্থটিতে এ-সত্য প্রমাণে লেখকের প্রয়াস সার্থক। জীবন সংক্রান্ত আলোচনায় লেখক যেমন সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পটভূমির আলোচনা বাদ দেননি তেমনি কবিতার আলোচনায়ও ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এসেছে অনুষঙ্গ হিসেবে। পরস্পর-সম্পর্কিত দুটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তিনি উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াস পেয়েছেন। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি দ্বারা লেখকের মনোলোক শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং মনোলোকে প্রতিফলিত বস্তুজগত ও ঘটনাপ্রবাহের জারিত রূপই কোনো সৃষ্টিকর্মের বিষয়বস্তু। সুতরাং কোনো রচনার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে লেখকের ব্যক্তিজীবন অনিবার্যভাবে অন্বিষ্ট।

নজরুলের আলোচনায় বাঙালী মুসলমান লেখকদের অধিকাংশই বস্তুনিষ্ঠতা পরিহার করে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত। ,আলোচ্য গ্রন্থের লেখক যে তাঁদের দলের নন---এটাই তাঁর বড়ো বৈশিষ্ট্য।

নজরুল জীবন-গবেষণা ও স্মৃতিকথা

নজরুলের জীবনী রচনার গবেষণাধর্মী প্রয়াস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর প্রতিভার চমকে বিস্মিত ভক্তবৃন্দের স্মৃতিচারণামূলক খণ্ডিত রচনার বাইরে অখণ্ড সামগ্রিক জীবনী আলোচনার দৃষ্টান্ত ক্ষীণ। এবং পাকিস্তান পর্বে এর কোনো নজীরই নেই। তাই জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থগুলিই প্রধান নির্ভর।

পঞ্চাশের দশকের শেষে প্রকাশিত খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিনের (১৯০১-৮১) 'যুগস্রষ্টা নজরুল' (১৯৫৭) গ্রন্থটি নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জাবনী নয়। ব্যক্তিগতভাবে লেখকের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের ইতিহাস বিশেষত কবিকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তারই একটি স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ এটি। তবে স্মৃতিচারণা ছাড়া লেখক কবির বাল্যকালসহ জীবনের আরও কিছু ঘটনাও এতে সংযোজিত করেছেন।

গ্রন্থটির ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে সংযোজিত হয়েছে নজরুলের একটি অপ্রকাশিত রচনা এবং কবির রোগের কারণ সম্পর্কিত একটি রচনা। নজরুল ইসলাম ও তাঁর পারিবারিক কয়েকটি ছবি এতে সংযোজিত হয়েছে।

'নজরুলকে যেমন দেখেছি' (১৯৫৮) শীর্ষক শামসুন্নাহার মাহমুদের (১৯০৮-৬৪) গ্রন্থটি মূলত নজরুল জীবনের একটি অধ্যায়ের ওপর স্মৃতিচারণা হলেও এতে নজরুলের বাল্যকাল ও জীবনীর অন্য দু' একটি অধ্যায়েরও সংযোজন করা হয়েছে। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে চট্টগ্রাম থাকাকালে নাহার পরিবারের সঙ্গে নজরুলের কয়েকটি ছবি এবং লেখিকার কাছে লেখা কবির চিঠি ও ঐ-পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুচ্ছ।

সুফী জুলফিকার হায়দারের (জ. ১৮৯৯) 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪) গ্রন্থটিও স্মৃতিচারণামূলক। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লেখক কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে 'সখ্যসূত্রে' আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি লেখকের পরমতম বন্ধু এবং অনুজপ্রতিম ভ্রাতা হিসেবে কবির 'সুখদুঃখের সাথী' ছিলেন। নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সাহায্যে তিনি ঘনিষ্ঠ আপনজনের পরিচয় দেন।

কবির সঙ্গে লেখকের বিভিন্ন সাক্ষাতের ঘটনা এবং অসুস্থতার পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের স্মৃতিচারণার ফসলই এই গ্রন্থ। নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যক্তি তার চিকিৎসার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। লেখকের সঙ্গে তাদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে ঐ সময়ের চিত্র পরিস্ফুট। এ ধরনের বহু চিঠি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এছাড়া শুধুমাত্র একজন দর্শকের নিরাবেগ বিবরণেই গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত হয়নি বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, সার্বক্ষণিক উপস্থিতির ফলস্বরূপ হৃদয়ের উষ্ণতা ও আন্তরিকতা।

'বিদ্রোহী নজরুল নীরব আজি' শীর্ষক সুফী জুলফিকার হায়দারের গ্রন্থটি 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে'রই কিশোর সংস্করণ। আয়তনে ক্ষুদ্রতার দিক থেকেই এটিকে কিশোরসংস্করণ বলা চলে নয়ত কিশোরদের পাঠোপযোগী করার জন্য ভাষা ও রচনাভঙ্গির যে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন ছিল তার কোনো চিহ্ন এ-গ্রন্থে নেই।

সৈয়দ আলী আশরাফ (জ. ১৯২৪) সম্পাদিত 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' (১৯৬৭) শীর্ষক গ্রন্থটি জীবনী-গ্রন্থ না হলেও এতে সংকলিত কাজী মোতাহার হোসেন ও মিস্ ফজিলতুন্নেছাকে লেখা কবির আটটি চিঠিতে এবং তার ভিত্তিতে সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নজরুল জীবনেরই একটি অধ্যায় বিবৃত হয়েছে। সংকলিত পত্রগুলো থেকে মিস্ ফজিলতুন্নেছার প্রতি লেখকের অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া এ-গ্রন্থের অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। গ্রন্থ শেষে যুক্ত হয়েছে কবির আরও দু'টি অপ্রকাশিত চিঠি।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে বন্দে আলী মিয়ার দীর্ঘদিনের পরিচয়সূত্রে নজরুল সম্পর্কে তিনি যা জেনেছিলেন তারই এক অনুসঙ্গ আলোচনা বিবৃত হয়েছে 'জীবনীশিল্পী নজরুল' (১৯৭১) শীর্ষক গ্রন্থে। এছাড়া নজরুলের ঘনিষ্ঠ সাহচার্যলাভকারী অনেকের কাছ থেকে শোনা ঘটনাও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সন্নিবেশিত হয়েছে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পরিচিত বিশিষ্ট জনদের বিভিন্ন মন্তব্য। এতে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের প্রকাশকালীন ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিস্থিতিও বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখক ঐ সময়ের বিক্ষুব্ধ চঞ্চল রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহকে তুলে ধরায় স্মৃতিচারণামূলক নজরুল-জীবন-গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ হিসেবে রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী' (১৯৭২) শীর্ষক গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয় বঙ্গে নজরুলের জীবনবিষয়ক যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত

হয়েছে তার প্রায় সবই মূলতঃ স্মৃতিচারণামূলক। সেদিক থেকে এই গ্রন্থের বিশিষ্টতার কারণ ঃ পাঠকদের নজরুল জীবনী উপহার দেওয়ার এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক শ্রমনিষ্ঠ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তনের গ্রন্থে সমকালীন বিশ্ব ও দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে কালানুক্রমিকভাবে নজরুল জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে নজরুলের গ্রন্থ-তালিকা। এটি শুধুমাত্র কৌতূহলী পাঠক নয় উত্তর প্রজন্মের গবেষকদের জন্য নজরুল ইসলামের জীবনবিষয়ক একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

নজরুল-সমালোচক হিসেবে, নজরুল-সাহিত্যের সম্পাদক হিসেবে হায়াৎ মামুদের (১৩৪৬) কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। শিশু-সাহিত্য রচনায় তিনি যে স্বতন্ত্র ও উদাহরণীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন 'ছোটদের জন্য নজরুল' (১৯৮৩) শীর্ষক জীবনীগ্রন্থ রচনায়ও তার প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে তার ভাষা সহজ, সাবলীল, ঝরঝরে। শিশু মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখার জন্য গল্প বলার পক্ষে তিনি কাহিনী বিবৃতি করেন। ছোটদের জন্য লিখলেও তিনি ভুলে যান না আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রসঙ্গ। গল্প বলার ছলেই তিনি গরীব-ধনীর ব্যবধান, সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি সম্পর্কে কাহিনী তু'লে ধ'রে এসব বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন শিশুমন। সেদিক থেকে 'ছোটদের জন্য নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থটি হায়াৎ মামুদের সার্থক সৃষ্টি। তাঁর ভাষার উদাহরণ :

> এজন্যেই বলছিলুম সেই যুগটাই ছিল আলাদা। সেকালের একটা গ্রাম থেকে আমরা পথ চলতে শুরু করবো। একটা গ্রাম এবং সেই গ্রামের এক ছেলে---এই নিয়েই আমাদের গল্প। গ্রাম থেকে শুরু বটে, তবে যাব কিন্তু আমরা অনেক দূরে। পথে পড়বে অনেক গাঁ-গেরাম, শহর-বন্দর, দেশের বিদেশের আর মানুষজন---সে যে কত রঙের, কত ঢঙের। স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে যেতে কাল থেকে কালান্তরে আমরা চলে যাব। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক যুগ থেকে আরেক যুগে। এক জনের সঙ্গে কথা বলা শেষ হলো তো শুরু হলো পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলা।[১৫]

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রামাণ্য সূত্র থেকে উদ্ধারের প্রয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৭৮ সালে যে প্রকল্প গ্রহণ করে তারই ফসল মুস্তফা নূর-উল ইসলামের 'সমকালে নজরুল ইসলাম' (১৯৮৩) গ্রন্থটি। লেখক এই গ্রন্থে নজরুল ইসলামের কর্মজীবনের প্রামাণ্য তথ্যাদি উদ্ধার এবং সমকাল (১৯২০-৫০) কী দৃষ্টিতে তাঁর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করেছে তারই সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। এ-প্রয়াসে অনুসৃত হয়েছে দু'টি পন্থা: (১) নজরুলের সমকালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, খ্যাতিমান বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব লিখিত চিঠি-পত্র ও তাঁদের প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদি থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য, মন্তব্য, মতামত ও সমালোচনা সংকলন এবং (২) নজরুলের ঘনিষ্ঠ-জনদের স্মৃতিচারণ থেকে প্রামাণ্য উপকরণ সংগ্রহ। লেখকের প্রয়াস এবং শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে উভয়ই প্রশংসনীয়।

নজরুল চর্চা: প্রবন্ধ-সংকলন

বাংলাদেশে নজরুলচর্চার চারিত্র্যনির্ধারণে নজরুলের সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থগুলিই প্রামাণ্য দলিল। এযাবৎকালে প্রকাশিত ছয়টি সংকলনগ্রন্থে শতাধিক লেখকের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অনেক জনপ্রিয় লেখকের মূল্যবান প্রবন্ধ একাধিক গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। তবু প্রবন্ধ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংকলনেই সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্পাদকের স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সংকলন-গ্রন্থগুলির বড়ো দুর্বলতার দিক হলো: একটিতেও সংকলিত প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশকাল কিংবা স্থানের উল্লেখ করা হয়নি।

পঞ্চাশের দশকের শেষে পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ 'নজরুল পরিচিতি' (১৯৫৯) শীর্ষক যে সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করে তাতে অন্তর্ভুক্ত ষোল জন লেখকের পঁচিশটি প্রবন্ধ বেতারে প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। ফলে প্রবন্ধগুলির বক্তব্যে গভীরতা ও তাৎপর্যের অভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া এগুলি প্রবন্ধের পূর্ণরূপ অর্জনেও ব্যর্থ। তবে সংকলনটির শিরোনামা অনুযায়ী এর মূল লক্ষ্য যেহেতু পাঠকদের কাছে নজরুলের পরিচয় তুলে ধরা সেহেতু এর আবেদন উপেক্ষণীয় নয়।

কবিতা ও গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটক, জাতীয় জাগরণের ভূমিকায় এবং ঐতিহ্য ও নতুন ধারা——এই চারটি বিষয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত। সংকলনের শুরুতে আবদুল কাদিরের লেখা 'কবি জীবন-কথা' সংক্ষিপ্তাকারে হলেও সুলিখিত কবি-জীবনী হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকৃত মূল্যবোধ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তার চিহ্ন এসব নিবন্ধে সুস্পষ্ট অর্থাৎ নজরুল-সম্পর্কিত আলোচনায় অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, অকারণ-মুগ্ধতা, কিশোরসুলভ-বিস্ময় প্রতিফলিত। কয়েকটি উদাহরণ:

ক নজরুলের লেখায় এমনিভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিয়ে তরুণ মুসলিম বাংলার মনকে মুগ্ধ করে ফেলল।[১৬]

খ কি করে এমনটি সম্ভব হ'ল—একথা যখন আজও ভাবি তখন কেবল বিস্ময়ে আত্মহারা হই।[১৭]

গ গল্প রচনার ভিতরেই আমরা তাঁর প্রতিভার নব নব বিদ্যুৎ-চমক লক্ষ্য করেছি এবং মুগ্ধও হয়েছি।[১৮]

ঘ নজরুল ইসলাম নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত। কেননা, আমরা আজ যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছি তার মূলে কোনো সামরিক শক্তি ছিল না; তার মূলে ছিল আমাদের মধ্যেকার সামগ্রিক জাতীয় চেতনা এবং এই সামগ্রিক জাতীয় চেতনা সৃষ্টির মূলে ছিল প্রধানতঃ নজরুল-সাহিত্য।

পাকিস্তান হাসিল একটা গণ-বিপ্লব। আর সব গণ-বিপ্লবের মতোই পাকিস্তান-বিপ্লবের শক্তির উৎস ছিল গণমনের প্রস্তুতি। মুসলিম বাংলার গণ-মনে এই প্রস্তুতি এনেছিল নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা।[১৯]

এই সংকলনে যে অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী নিবন্ধ রয়েছে—তার মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'উপন্যাস রচনায় নজরুল', আবুল

কালাম শামসুদ্দিনের 'নবযুগের অগ্রপথিক নজরুল ইসলাম', আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'রেনেসাঁর কবি নজরুল', আবদুল কাদিরের 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে উপন্যাস বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক রীতি ব্যবহার করেছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপনে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর শ্রম সার্থক। আবু জাফর শামসুদ্দিনও যুক্তিনিষ্ঠ উদ্ধৃতি-সমর্থিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নজরুলের কবিতায় ছন্দ-ব্যবহারের বিচিত্র উপাদানের বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনে আবদুল কাদিরের আন্তরিক প্রয়াস সার্থক ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত 'নজরুল সাহিত্য' (১৯৬০) শীর্ষক গ্রন্থটি নজরুল-সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক প্রয়াস। এতে তেইশ জন লেখকের পঁচিশটি প্রবন্ধ—কাব্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য ও গীতি-কাব্য—এই চারটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। নজরুল-জীবন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, কাব্য ও সংগীতের ওপর প্রকাশিত বেশ কিছু সংখ্যক আলোচনা-গ্রন্থ সম্পর্কে সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সংকলনটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "নজরুল প্রতিভার আকস্মিক ও সবল বিদ্যুৎস্ফূরণের ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের চিত্তকে যতটা আকৃষ্ট ও আলোড়িত করেছে, ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন; একারণে মোহাচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করে নির্লিপ্ত মনোভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আজও নজরুল সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নে ব্রতী হতে পারিনি।" সঠিক মূল্যায়নের ব্রত নিয়েই যে এই সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ তা বলা বাহুল্য।

'নজরুলের আগে ও পরে' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সংক্ষিপ্তাকারে কবি-জীবনী ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি উপস্থাপনার পর বাংলা কাব্যে নজরুল ইসলামের অবদান চিহ্নিত করেছেন। 'নজরুল কাব্যের পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দিন একপেশে দৃষ্টিতে নজরুলকে বিশ্লেষণ করেননি কিংবা তাঁকে মুসলিম কবি হিসেবে প্রতিপন্ন করারও প্রয়াস পাননি। এবং তাঁর বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠতা

থাকলেও তা গভীর নয় বরং উচ্ছ্বাসমণ্ডিত। 'নজরুল কাব্যালোক' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল কাদিরের আলোচনা খণ্ডিত। বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও তা গভীর বিশ্লেষণের দিকে এগোয়নি। 'নজরুল-কাব্যের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল মওদুদ নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন, যদিও তাঁর প্রয়াস সর্বাংশে সার্থক নয়।

'নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তাতে বস্তুনিষ্ঠতা থাকলেও পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। নজরুল-সম্পর্কিত ভাবোচ্ছ্বাস তার একটি বড় কারণ। তাছাড়া তুলনামূলক বিচারে রবীন্দ্রনাথের মুসলিম অনভিজ্ঞতাকে বড় করে দেখা যথার্থ নয় এই কারণে যে অভিজ্ঞতাই শিল্পীর মানদণ্ড বিচারের মাপকাঠি নয়।

'নজরুল কাব্যে পুরাণ' শীর্ষক অজিত কুমার গুহ-র প্রবন্ধে লেখকের মানসিকতার গুরুতর বিকৃতি সুস্পষ্ট:

> রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেল পর্যন্ত নানা কারণে যা সম্ভব হয়নি, পুরাণের ব্যবহারে নজরুল-কাব্যে তা শুধু সম্ভব নয়——সার্থক ও সুন্দর হয়েছে।[২০]

'নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আশরাফের আলোচনাটি বস্তুনিষ্ঠ। পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আলোচনায় অগ্রসর হননি বরং তাঁর আলোচনা কবিতার বর্তমান উপাদান-কেন্দ্রিক। তিনি উচ্ছ্বাস-তাড়িত নন। তাঁর আলোচনা গভীর বিশ্লেষণ-মুখী। আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে তাঁর শ্রম আন্তরিক ও সার্থক। দৃষ্টান্ত :

> ছন্দের বিশেষ দোলায় যে ভাব-তরঙ্গ জাগ্রত হয়, তার প্রভাবে আমরা আরবী-ফারসী শব্দ সহজেই গ্রহণ করি। ছন্দের বেগবান গতিসঞ্চার নজরুলের ভাষার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিও এই একইভাবে ঢেকে ফেলে। ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিলেও দেখতে পাই, নজরুল যে ছন্দ ও ভাষা ঝংকার সৃষ্টি করেছেন আরবী-

ফারসী শব্দ ব্যবহার দ্বারা সেই ঝংকার বিশিষ্টভাবে নজরুলের। এবং আরবী-ফারসী শব্দের ঝংকার তাঁকে আরও বিশিষ্টতা দান করেছে। বোধ হয়, এই বেগ ও আবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই নজরুল পয়ার ছন্দে লিখিত কবিতায় বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেননি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে করেছেন।[২১]

'নজরুল ইসলামের ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ নজরুলের মানব প্রেমকেই তাঁর জীবনধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নজরুলের সীমাবদ্ধতার দিক চিহ্নিত করতেও আহমদ শরীফের আন্তরিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

'নজরুল এবং উপযোগিতামূলক কাব্য-চারিত্র্য' শীর্ষক প্রবন্ধে হাসান হাফিজুর রহমান নজরুলের জীবন-ঘনিষ্ঠ মানসচেতনার স্বরূপ যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত তা উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি এক সূক্ষ্ম ও গভীরতর দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখান যে—

কাব্যে উপযোগিতামূলক চরিত্র-অর্জন বাংলা কাব্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যা কাব্যকে করে তুলেছে জীবন পরম্পরায় নিবিষ্ট—প্রথমতঃ এই সত্য উদ্‌ঘাটন করা এবং দ্বিতীয়তঃ এই কথা বলা যে নজরুলেই এই বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্যের একটা প্রধান সুর হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী সময়ে তা পরিশীলিত ও বিকশিত হয়।[২২]

'শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' —একথায় যে সার্বজনীন বিমূর্ত মানববোধ রয়েছে, স্পষ্টতঃই নজরুলের মানববোধ বা জীবনজিজ্ঞাসা তা নয়। নজরুলের কাব্য উৎসারণে যে দায়িত্ববোধ ও নির্দিষ্ট চেতনা সঞ্জাত হয়েছে তা একেবারেই নতুন এবং পরবর্তী বিবর্তনে তা হয়ে উঠেছে আরো অনেক ব্যাপক, গূঢ় ও গভীর, সর্বাত্মক ও সর্বভূক।[২৩]

হাসান হাফিজুর রহমানের আলোচনায় মৌলিকত্ব বর্তমান। তাঁর পক্ষপাতহীন দৃষ্টি সূক্ষ্ম, গভীর ও নিরাসক্ত।

'নজরুল ইসলামের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নজরুলের কবিতার নাটকীয় গুণ, শক্তির সাধনা, দুরন্ত যৌবনধর্ম, বিদ্রোহী চেতনা, আদি কবিদের মতো সহজ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আবেগ-প্রাধান্য, জীবনচেতনায় প্রচণ্ড আশাবাদ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত ক'রে নজরুল সম্পর্কে এক বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী আবেগ-সংযত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

'নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে আনিসুজ্জামান, নজরুলের জনপ্রিয়তা কিংবা বাংলা কাব্যে আলোড়ন সৃষ্টির কারণ ধর্মীয় বিষয় নয়—বিদ্রোহমূলক কবিতাগুচ্ছ—এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়ে নজরুলের সীমাবদ্ধতা ও সফলতা উভয় দিকের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁর ভাষায়:

> এই ছুটাছুটি, এই আলোড়ন, এই জীবন্মুক্তির আনন্দ তাঁর কবিতায় চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও অসংযম এনেছে একথা সত্যি; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে এই নির্বাধ গতি ও বন্ধন-মুক্তির বাণী তিনি নির্জীব বাঙালীর কর্ণকুহরে পৌঁছে দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।[২৪]

'কথাশিল্পী নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে আতোয়ার রহমান নজরুল ইসলামের গল্প ও উপন্যাসের একটি বিস্তৃত, বলা যায়, সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কবিতায় নজরুলের যে-ব্যর্থতা খণ্ডিত তা গল্প-উপন্যাসে সামগ্রিক রূপ নিয়েছে। তিনটি উপন্যাসই বিষয়, আঙ্গিক ও চরিত্র-চিত্রণে বৈচিত্র্যহীন। গল্পগুলিও শিল্পসার্থকতা অর্জনে সফলতা দেখাতে পারেনি।

'নজরুলের নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল কাদির নজরুলের নাটক সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিচিতিমূলক আলোচনা করেছেন এবং সেই সূত্রে নজরুলের নাটক রচনার পেছনে কার্যকর প্রেরণামূলক ঐতিহ্যিক পটভূমিও ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তিনি এক্ষেত্রে নজরুলের সফলতা-ব্যর্থতা বিশ্লেষণের দিকে এগোননি।

'নজরুল গীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন দেখিয়েছেন: রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলেরও শিল্প-সার্থকতা ও জনপ্রিয়তার প্রধান

ক্ষেত্র গান। গানে নজরুলের সফলতা বিস্ময়কর আরও এই কারণে যে, কীর্তন ও ইসলামী গান লিখে তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

জি. এম. হালিম সম্পাদিত 'নজরুল মানস সমীক্ষা' (১৯৬৮) শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটি পূর্ববর্তী সংকলনটির চেয়ে বিষয়বস্তুতে ভিন্নতর। এতে সংকলিত পঁচিশ জন লেখকের সাতাশটি প্রবন্ধের মধ্যে চারটি পূর্ববর্তী সংকলন থেকে চয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ছয়টি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের চারজন লেখকের।

'নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার পটভূমি' শীর্ষক কাজী আবদুল মান্নানের প্রবন্ধে সূচনা থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক বিচারে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার চারিত্র্য নির্ণয় করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন কিন্তু সমকালীন প্রভাব উন্মোচনে সার্থকতা দেখাতে পারেননি।

'নজরুল কাব্যে গণচেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে নজরুলই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সত্যিকার গণবাদী সাহিত্যিক এবং তাঁর রচিত সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণসাহিত্য।

'একটি সম্ভাবনা একটি অপচয়' শীর্ষক হাসান হাফিজুর রহমানের প্রবন্ধের আলোচনা গভীর বিশ্লেষণমূলক। প্রবন্ধে তিনি নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ নির্ণয় করে বলেছেন : নজরুল যে 'বর্তমানতা আলোড়ন' বাংলা কাব্যে এনেছেন তাই বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অবিসংবাদিত উৎসের কাজ করেছে। তাঁর ভাষায়:

> কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়েছেন, তা হলো : যুগ ও গণচেতনার ক্ষেত্র এবং যেখানে তিনি পুরাতনেরই অনুবর্তন করেছেন তা হলো : প্রেম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের গণ্ডি।[২৫]

'মুসলিম রেনেসাঁ ও কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে কবীর চৌধুরী দেখিয়েছেন, ইসলামের প্রকৃত মানবতার বাণীকে আত্মস্থ করে

কাজী নজরুল ইসলাম কিভাবে সেই মানবতার আদর্শে মুসলিম জনগণের নবজাগরণ কামনা করেছেন। সেই দিক থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত—এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়ে মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান বিচারে প্রবন্ধকার প্রবৃত্ত হন। কবীর চৌধুরীর আন্তরিক ও গভীর রাজনীতি-সচেতন বিশ্লেষণী প্রয়াস সার্থক।

'শিশু-সাহিত্যে নজরুল' শীর্ষক নীলিমা ইব্রাহিমের প্রবন্ধটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যথার্থই বলেছেন, "নজরুলের রচিত শিশু সাহিত্য পরিমাণে বহুল না হ'লেও সার্থকতায় ও শিল্প-গৌরবে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।"[২৬]

'নজরুল ইসলামের গান' শীর্ষক প্রবন্ধে রফিকুল ইসলাম ক্ষুদ্র পরিসরেই নজরুলের গান সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। একটি যথার্থ উক্তি :

> নজরুলই রবীন্দ্রোত্তর বাংলার একমাত্র স্রষ্টা যাঁর সৃজনক্ষমতা কাব্য ও সঙ্গীত দুই ক্ষেত্রেই বিস্ময়করভাবে পারদর্শী।[২৭]

'নজরুল কাব্যে প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জি. এম. হালিম নজরুলের কবিতায় বিচিত অনুষঙ্গে ব্যবহৃত প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে আন্তরিক প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন। তবে আলোচনাটি আরও বিস্তৃত, পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্লেষণধর্মী হওয়ার অবকাশ ছিল।

'নজরুল-মানস' শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী দীন মুহম্মদ নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে কিভাবে রূপায়িত হয়েছে—তার পরিচয় তুলে উপসংহারে পৌঁছান যে, যে-যুগে নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন, তার পরিবেশ ও পরিমণ্ডল তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে অগ্নিশাবল হাতে নিতে। কাজী দীন মুহম্মদের আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠতা পুরোপুরি উপেক্ষিত নয়।

'নজরুল ইসলাম' (১৯৬৯) শীর্ষক মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থটিতে ছাব্বিশটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে আটটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। তিনটি প্রবন্ধ পশ্চিম-বঙ্গীয় লেখকদের ।

'নজরুল কাব্যের চিরন্তন মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধে মনিরুজ্জামান কাল বিচারে নজরুলের কবিতার মূল্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর আলোচনাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগের ব্যক্তি মানুষ যেমন সময়-শাসিত তেমনি সময়ই কোনো শিল্পের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম। লেখক এই প্রবন্ধে যে কতকগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা গুরুত্বপূর্ণ:

> সাহিত্যে চিরন্তনতা কথাটা আপেক্ষিক, দ্বিতীয়—প্রতিভা সাহিত্যকে বাঁচায় না; বাঁচিয়ে রাখার মূল যে সে আমাদের অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মানুষের ইতিহাসবোধ। তৃতীয়—সাহিত্যের শেষতম মূল্যায়ন সম্ভব নয়—কেননা, ইতিহাসবোধ কোনো কালেই মানুষকে প্রয়োজনাতীত স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী করে না এবং চতুর্থত—যে সাহিত্যের মূল্যায়ন পণ্ডিত ও মনিষী-মহলে নেই, তার আবেদন সাধারণের থাকতেও পারে। এতে সাহিত্যের আভিজাত্য বিনষ্ট হলেও সাহিত্যেক মূল্য কমে যায় না।[২৮]

'নজরুলের কবিতা : কালের অমীমাংসিত প্রশ্নাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে মযহারুল ইসলাম দেখিয়েছেন: সমকালের সংক্ষোভে দ্বৈত পরস্পরবিরোধী মানসিকতার অধিকারী হয়েছিলেন নজরুল। এ-কারণে তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের নির্মমতার প্রতি ক্ষোভের পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রেমে ও করুণায় মুগ্ধতা লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত লেখক মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

> যে-প্রেমিকাকে তিনি অতিলোভী বলে দোষারোপ করেছেন, সেই প্রেমিকাকেই আবার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করেছেন। এই দ্বৈধ ও দ্বিত্ব মানসিকতায়ই নজরুলের ব্যক্তিত্ব নিহিত—বলা চলে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘটেছিল কালেরই প্রয়োজনে যুদ্ধোত্তর যুগের সামগ্রিক মানসিকতাই এবংবিধ, এই ছিল কালের প্রকৃতি। আর সেই কালকেই মীমাংসিত করেছেন নজরুল স্বরে ও সুরে, নজরুল প্রতিভার বৈচিত্র্যই এখানে, বিরোধী সত্যই নজরুলের প্রতিভা।[২৯]

'প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নজরুল ইসলামের সৌন্দর্য-চেতনার স্বরূপ উন্মোচনে গভীর

আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মনুষ্য-প্রেমই হোক কিংবা নিসর্গ-প্রেমই হোক মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সব কবির মধ্যেই প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় বিধৃত। তবে এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষণীয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ-প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের প্রেম সৌন্দর্যচেতনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কল্পে সমকালীন কবিদের প্রেমানুভূতি ও সৌন্দর্যচেতনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে দেখিয়েছেন 'প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা নজরুলের কাব্য ভাবনার এক মূলীভূত উপাদান।' নজরুলের প্রেম ও সোন্দর্য চেতনার বৈশিষ্ট্য, তাঁর ভাষায়:

> নজরুলের কবিতায় প্রেম ও সৌন্দর্য পাওয়া-না-পাওয়ার প্রতিটি মুহূর্তে এভাবে আন্তরিকতার তীব্র-আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর অসংখ্য গানেও এই আন্তরিক আবেগ, যৌবনধর্ম রূপায়িত হয়েছে। নজরুলের প্রেমানুভব ও সৌন্দর্যানুভূতির এই তীব্র দেহসচেতনতা তাঁর পৌরুষের পরিচয়বাহী এবং কাব্যক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।[৩০]

'নজরুল ইসলামের প্রেমের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে আলী আনোয়ার প্রেমের কবিতার চারিত্র্য বিশ্লেষণে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখক প্রথমেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আবেগের আপাত-বৈপরীত্য নয়, পৌরুষের বিব্রতকর অনুপস্থিতিই নজরুলের প্রেমের কবিতার সীমাবদ্ধতার মৌল উপাদান। তাছাড়া নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার পৌরুষ এবং প্রেমের কবিতার আলুলায়িত আবেগ—এই দুই সত্তা নিরবচ্ছিন্ন সন্নিহিত কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। আলী আনোয়ারের পরিশ্রমী প্রয়াস সার্থকতা লাভে ধন্য।

'নজরুলের গল্প ও উপন্যাস' শীর্ষক আতোয়ার রহমানের আলোচনাটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত হলেও মূলতঃ পরিচিতিমূলক।

'নজরুলের নাট্য প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল হক নজরুলের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর নাটককে এক বিশেষ তাৎপর্যময় স্থান দিয়ে নাটক-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আলোচনাটি বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেনি। আলোচনাটি দারুণভাবে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

তাঁর নাটকের মূল্য নাটক হিসেবে উৎকর্ষের জন্য নয়, প্রতিভাবানের এক বিশেষ প্রয়াস হিসেবে এবং এক বিশেষ পরিচয় হিসেবে। সে পরিচয়ের নিজস্ব তাৎপর্য যাই থাক, তাঁর সামগ্রিক পরিচয়েরই তা অংশবিশেষ।[৩১]

'নজরুল জীবন ও সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন, এই প্রভাব বহিরাঙ্গিক, আত্মিক নয়। নজরুল জীবনী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে বিপুল রবীন্দ্রপ্রভাব লক্ষণীয়—এবং তা প্রেমের কবিতা তো বটেই বিদ্রোহমূলক কবিতায়ও দৃষ্টি-গোচর হয়—তবে এক্ষেত্রে ভাবনার বৈসাদৃশ্যও সাথে সাথে চোখে পড়ে। লেখক এ প্রবন্ধে বিষয়টির গভীর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হননি।

'নজরুলের কাব্যপাঠ প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে মুস্তফা নূর-উল ইসলাম নজরুলের কবিতা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্র ও সত্যেন্দ্রীয় প্রভাবের প্রকৃতি নির্ণয় ছাড়াও বিদ্রোহমূলক কবিতা থেকে প্রেম ও ধর্মমূলক কবিতায় বিধৃত নজরুল কবিমানস সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর আন্তরিক প্রয়াস সার্থকতামণ্ডিত।

স্বাধীনতাউত্তর কালে প্রকাশিত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'নজরুল সমীক্ষণ' (১৯৭২) সংকলন-গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এতে সন্নিবেশিত সাঁয়ত্রিশ জন লেখকের আটত্রিশটি প্রবন্ধের তেইশটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। তবু লেখকের প্রবন্ধ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সচেতন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাংশে সক্রিয়। এতে সংকলিত হয়েছে 'নজরুল ইসলামের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী, সুস্থ, ধনাত্মক প্রবন্ধাবলী'। বাংলাদেশের গণজাগরণে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস হিসেবে ছিল সক্রিয়—বর্তমান সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশে সম্পাদককে সেই অনুপ্রেরণাই অনুপ্রাণিত করেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে ভূমিকাংশে :

এ যাবৎ নজরুল সম্পর্কে বিচিত্রবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। নানা দিক থেকে নানা বর্ণের আলো পড়েছে; সে আলো উৎভেদে

সরল, তির্যক, মৃদু, তীব্র, নগ্ন, প্রখর। তার মধ্যে জিন্দাবাদ নিন্দাবাদ উভয় প্রসঙ্গে সমুৎসুক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীসুলভ কখনো ভক্তির প্রাবল্য, আবেগের আতিশয্য, বিশেষণের বাহুল্য, কখনো অনর্গল নিন্দা, অসহিষ্ণু বিদ্রূপ, খর কটাক্ষ বেশ প্রাচুর্যে বিদ্যমান—সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ খুব কম চিন্তাই সেই মধ্যবিন্দুতে উপনীত যেখানে সরল নিন্দা প্রশংসা, কি ব্যক্তিগত সাধারণ ভাল-লাগা মন্দ-লাগা মুখ্য নয়, মুখ্য কবি প্রতিভার ধনাত্মক মূল্যায়নের প্রয়াস। তবু বলা বাহুল্য, সেই প্রয়াসই, বিরল হলেও প্রার্থিত।

'বাঙালার কাব্য ও নজরুল ইসলাম' শীর্ষক সংকলিত প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলামের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্তের নবজাগরণের প্রকৃতি ও চারিত্র্য গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ-প্রবন্ধটি লেখকের 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হিন্দু মধ্যবিত্তের হতাশায় বেদনাদীর্ণ অবস্থার পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্তের গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক আশা-দীপ্ত অবস্থা তুলে ধরে হুমায়ুন কবির সেখানে নজরুল ইসলামের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন:

নজরুল ইসলামের প্রতিশ্রুতির মূল সমাজজীবনের এই ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সেজন্যই দেখি যে নিপীড়িত জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার সাধনা তাঁর রচনায় সবল কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি—পুরাতন পুঁথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা, ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লব ধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে।[৩২]

'নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কবির কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে গভীর সাক্ষ্য বিদ্য-মান—তা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু কবিতায় নয়, সম্পাদকীয়

নিবন্ধ ও বক্তৃতায় নজরুলের এই মানসিকতার যে বিস্তৃত স্বাক্ষর বর্তমান তাও প্রবন্ধকার গবেষকের পরিশ্রম নিয়ে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয় নির্ধারণ ও তার আন্তরিক আলোচনায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সমাজসচেতন জনজীবনসংলগ্নতার গভীর পরিচয় বিদ্যমান।

'ভক্ত নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যথার্থভাবেই নির্ণয় করেছেন যে নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ খোদাদ্রোহিতা নয়, জালেম-বিরোধিতা। নজরুলের ঈশ্বর-অনুভূতি মরমীয়াদের অনুরূপ।

'মানবতার কবি নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী দরিদ্র পরিশ্রমজীবীদের সঙ্গে সর্বাংশে একাত্ম কবির উদার মানবিকতা-বোধের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

'নজরুলের কবি প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে মুহম্মদ এনামুল হকের আলোচনা তরল, বিশ্লেষণধর্মী নয়, বরং উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা এবং অকারণ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার প্রবণতা কার্যকর।

'নজরুল ইসলামের কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান কবিতায় শব্দ-ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পর্যন্ত একই স্বভাবের শব্দ-ব্যবহারের মাধ্যমে তার মধ্যে যে একটি গতানুগতিকতা এনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিত-লাল মজুমদার ছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। তবে নজরুলের প্রতিবাদ আরও ব্যাপক ও প্রবল। শব্দকে নজরুল ইসলাম একটি প্রবল স্রোতোধারার মতো ব্যবহার করেছেন। তাঁর আলোচনাটি গভীর বিশ্লেষণাত্মক ও দ্যোতনাময়।

'নজরুল-কাব্যে শব্দ ব্যবহার: আবেগ-উদ্দীপনার অনুষঙ্গ' শীর্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রবন্ধটি আয়তনে ক্ষুদ্র। তিনি নজরুলের শব্দ-ব্যবহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। বিষয়টির গভীরে বিস্তৃত আলোচনাসূত্রে প্রবেশ করেননি। তবে আলোচনায় অকারণ মুগ্ধতা উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। যেমন ঃ

> নজরুলের অনেক কবিতায় আবেগের অকারণ প্রশ্রয়ে শিল্পের চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি বিপন্ন হয়েছে একথা যেমন সত্য, তেমনি অনেক

চরণে ঠিক আসল শব্দটি আসল স্থানে সঙ্গতি খুঁজে পেয়ে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে——একথাও সত্য।[৩৩]

'মৃত্যুক্ষুধা' শীর্ষক গ্রন্থালোচনায় রাজিয়া সুলতানা নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনাসূত্রে লেখকের জীবনী ও আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেও আলোচনাটি যতখানি পরিচিতিমূলক ততখানি বিশ্লেষণাত্মক নয়। রাজিয়া সুলতানা নজরুলের প্রতি মুগ্ধতাবশত এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ত্রুটি নির্ণয়ে ব্যর্থ।

'নজরুলের প্রবন্ধ: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান' শীর্ষক সৈয়দ আকরম হোসেনের প্রবন্ধটি নজরুলের প্রবন্ধের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রথম প্রয়াস ছাড়াও নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে সৈয়দ আকরম হোসেন যেমন নজরুলের স্রষ্টামানসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে গভীর বিশ্লেষণপ্রবণ তেমনি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পট-ভূমি ব্যাখ্যা ও নজরুলমানসে তার প্রভাব নির্ণয়েও সমান আন্তরিক। 'নজরুল ইসলাম তাঁর কালের রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংগ্রাম, সংঘর্ষ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদকে ধারণ করেই হয়েছেন বর্ধিত, পরিণামমুখী।' 'নজরুল ইসলাম স্বকালবিদ্ধ প্রাবন্ধিক'।——এ সকল মন্তব্যই তাঁর নজরুলেরপ্রবন্ধ আলোচনার ভিত্তি। প্রবন্ধের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও সৈয়দ আকরম হোসেন স্বকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নজরুলের প্রবন্ধ আলোচনাকে চারটি পর্বে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি পর্বের আলোচনায়ই সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরে তার ভিত্তিতে প্রবন্ধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই আলোচনায় সৈয়দ আকরম হোসেনের সূক্ষ্ম রাজনীতিমনস্কতা, সাহিত্য বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সচেতনতা তথা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

সৈয়দ আকরম হোসেন নজরুলের প্রবন্ধের ত্রুটির দিক উন্মোচন করেন অত্যন্ত নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে। ফলে এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অত্যন্ত নির্মম, প্রত্যক্ষ এবং তীরের গতিতে লক্ষ্যভেদী। অন্যদিকে সবলতার আলোচনায়ও তাঁর ভাষা মোটেই কুন্ঠিত নয়। তুলনামূলক উদাহরণ:

ক প্রবন্ধগুলির আঙ্গিক অবিন্যস্ত। বুদ্ধিবৃত্তি বা মননশীলতার পরিচর্যার অভাবে রচনাগুলির বক্তব্য ও উপস্থাপন অতিমাত্রায় ভাবালুতা-আক্রান্ত, অতিশয়োক্তি, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার অতি ব্যবহারে বক্তব্য অলঙ্করণের আড়ালে অস্পষ্টপ্রায়। নজরুলের অপরিমিত বিশ্লেষণ প্রয়োগ প্রবণতা অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। বাক্য গঠনেও ত্রুটি দুর্লক্ষ্য নয়।[৩৪]

খ আবেগাক্রান্ত পৌরুষ-ঋদ্ধ গদ্য হিসেবে নজরুলের প্রবন্ধগুলি প্রশংসনীয়। বাংলা গদ্যে এরূপ বেগের সঞ্চার অতি স্বল্প প্রতিভার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। বিবেকানন্দের গদ্যের সঙ্গে নজরুলের গদ্যের তুলনা চলে, যদিও বিবেকানন্দের পরিমিতিবোধ নজরুলে অনুপস্থিত। আবেগসঞ্চারী প্রাণময় পৌরুষঋদ্ধ গদ্য রচয়িতা হিসেবে নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগুলি আজো অনতিক্রম্য।[৩৫]

নজরুল-প্রাসঙ্গিক আলোচনায় হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত 'তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ' (১৯৭৩) শীর্ষক সংকলনগ্রন্থটি আয়তনে সর্ববৃহৎ। গ্রন্থের শুরুতে এর অন্যতম সম্পাদক হায়াৎ মামুদ গ্রন্থটির বিশেষত্ব সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেন তা যথার্থ। তাঁর ভাষায়: "যদি নতুনত্ব বা মৌলিকতা কোথাও থেকে থাকে তা এর ষষ্ঠ পার্বিক পরিকল্পনা-পারিপাট্যে।"

প্রথমে নজরুলের ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পর্যায় সম্পর্কে, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর যুগ সম্পর্কে, তৃতীয় পর্বে নজরুল সাহিত্যের বহুমুখী মূল্যায়ন সম্পর্কে, চতুর্থ পর্বে নজরুল-গীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ বিন্যস্ত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে নজরুলকে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে সম্পাদকদ্বয়ের প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে পঞ্চম পর্বের প্রবন্ধ বাছাইয়ে। ষষ্ঠ পর্বে নজরুলের সংক্ষিপ্ত কবি-জীবনী ও গ্রন্থ-পরিচিতি বিধৃত হয়েছে।

গ্রন্থে সংকলিত আটত্রিশটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের। বাকীগুলির অধিকাংশ ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থ কিংবা লেখকদের মূল গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নজরুল-জীবনী বিষয়ক আলোচনায় গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক হায়াৎ মামুদের 'যুবরাজ, তাঁর চলাচল' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাড়া বাকী গুলো স্মৃতিচারণামূলক এবং এমনই ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতি এসব স্মৃতিচারণায় জড়িত যে তা থেকে পাঠক যে-তথ্য পায় তাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 'যুবরাজ, তাঁর চলাচল'-এ নজরুল মানসের মৌল প্রবণতাকে মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নজরুল-জীবনী আলোচনায়ই হায়াৎ মামুদ যতটুকু না তথ্য-নির্ভর তার চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ-নির্ভর।

দ্বিতীয় পর্বের তিনটি প্রবন্ধই প্রকারান্তরে অনালোচিত। তৃতীয় পর্বে মাত্র দুটি প্রবন্ধ আলোচিত: সন্‌জীদা খাতুনের 'নজরুল কাব্যে আধুনিকতা: প্রেম ও নারী' এবং মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'অগ্নিবীণার শব্দ: ধ্বনি'। সন্‌জীদা খাতুন নজরুলের কবিতায় বিধৃত প্রেম ও নারীর স্বরূপ উন্মোচনে যেমন আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তেমনি আধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর আলোচনা বিশিষ্টতায় দ্যোতনাবাহী। মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য নয় একারণে যে এখানে শারীর-তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদই মুখ্য।

চতুর্থ পর্বের গান সম্পর্কিত প্রবন্ধমালাও ইতঃপূর্বে আলোচিত। তবে পঞ্চম পর্বের চারটির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধই অনালোচিত। পাকিস্তান আমলে নজরুলকে নিয়ে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঘৃণ্য বিকৃত মানসিকতা যে কলুষ সৃষ্টি করে----এসব প্রবন্ধে তারই খণ্ডিত চিত্র যেমন পরিস্ফুট তেমনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত। বদরুদ্দিন উমরের 'নজরুল ইসলাম অহিফেন' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ-পর্বে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নজরুলের গদ্যের আলোচনার ওপর একটি পৃথক সংকলন-গ্রন্থ হিসেবে মুহম্মদ মজিরউদ্দিনের 'নজরুল গদ্য সমীক্ষা' (১৯৭৮) প্রথম প্রয়াসের দিক থেকে বিশিষ্টতার স্বাক্ষরবাহী। তবে এ-জাতীয় প্রবন্ধের আরও সন্নিবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত করার অবকাশ ছিল। সংকলিত প্রবন্ধগুলি মান বিচারে উৎকৃষ্ট নয়। এতে সংকলিত হয়েছে নজরুলের উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, পত্রিকায়

প্রকাশিত নিবন্ধ প্রভৃতির ওপর নয়টি আলোচনা---যার একটি ছাড়া বাকীগুলি বাংলাদেশের লেখকদের।

'নজরুল উপন্যাস সমীক্ষা' শীর্ষক শাহ আলম চৌধুরীর আলোচনা উচ্ছ্বাসমুক্ত নয়। তবে তিনি মুগ্ধতায়ও ভোগেননি। একটি উদাহরণঃ

> আঙ্গিকগত স্খলনে এবং সৃষ্টির স্বল্পতায় ঔপন্যাসিক নজরুল অত্যুজ্জ্বল না হলেও, ঐতিহাসিক কালানুসারে তার সৃষ্টি শ্লাঘনীয় এবং ব্যত্যয়-ধর্মী।[৩৬]

'নজরুল নাটকের ভাষায়' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর নবেন্দু সেন নজরুলের নাটকে ব্যবহৃত ভাষার শারীরতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ করেছেন। 'নজরুল নাটকের উপেক্ষিত পর্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ মজিরউদ্দিন নজরুলের একাঙ্কিকা ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের বাইরে যেসব বিচিত্র ধরনের নাট্য-রচনা বেতারের ফাইলে চাপা পরে আছে, গ্রামোফোন রেকর্ডে অবহেলায় হারাতে বসেছে, সেলুলয়েডের ফিতা থেকে মুছে যেতে বসেছে---সে-সম্পর্কে ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরে দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'নজরুলের ছোটগল্পে শিল্পচেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধে তৌহিদ আহমেদ উপসংহারে পৌঁছান এই বলে যে শিল্পের মানদণ্ডে নজরুলের ছোটগল্প সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও সেখানে শিল্পচেতনার অন্বেষণ অসম্ভব নয় এবং সে অন্বেষণ ধনাত্মক, ফলপ্রসূ। সমালোচনায় নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলতে লেখকের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট।

'সাংবাদিক নজরুল এবং ধূমকেতু' শীর্ষক আবদুল আজিজ-আল-আমানের দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে ধূমকেতু পত্রিকার জন্ম-ইতিহাস, পত্রিকা প্রকাশে নজরুলের ভূমিকা, পত্রিকায় তাঁর লেখা ও লেখায় বিধৃত দৃষ্টিভঙ্গির এক অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লেখকের প্রয়াস অত্যন্ত সৎ, আন্তরিক ও গবেষণাধর্মী।

'নজরুল ইসলামের প্রবন্ধঃ দেশ-কাল' শীর্ষক ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের প্রবন্ধে যথার্থভাবেই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে নজরুলের প্রবন্ধে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পট উন্মোচিত হয়েছে।

নজরুলচর্চা : সাহিত্যসম্পাদনা

নবী মুহম্মদ মুস্তফার জীবনী-কাব্য 'মরু-ভাস্কর'। কবি চেতনানাশী-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এটি প্রকাশিত হয়, প্রথমে (১৯৫০) ঢাকা থেকে; যদিও মুদ্রিত হয় কোলকাতায়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যটি পূর্ণাঙ্গ নয়, সম্পূর্ণ জীবনী এতে নেই—কেন না রচনা শেষ হওয়ার আগেই কবির লেখনী স্তব্ধ হয়েছিল।

বিভাগোত্তরকালে বাংলাদেশ থেকে নজরুল-সাহিত্য সম্পাদনায় এই প্রথম প্রয়াস থেকেই নজরুল চর্চা সম্পর্কে তৎকালীন মনোভাব সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাকারে কিংবা যেকোনোভাবে অপ্রকাশিত রচনা নিয়ে প্রকাশিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' (১৯৬১) সম্পাদনা করে আবদুল কাদির বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে আবদুল কাদিরের শ্রমঘন আন্তরিক গবেষণামূলক প্রয়াস তাঁকে এক বিশেষ অবস্থানে উন্নীত করেছে। প্রথম সংস্করণে ২১৪ পৃষ্ঠার রচনা প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৯) পৃষ্ঠার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪১৩। বিভিন্ন সাহিত্য রচনার পাশাপাশি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নজরুলের বহু চিঠি-পত্র। অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহের জন্য যে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হয় আমাদের দেশে তার মূল্য সাধারণ দৃষ্টিতে কম। সেই বিবেচনায় আবদুল কাদিরের এই কঠোর কর্মে ব্রতী হওয়াকে শুধুমাত্র প্রশংসনীয় বললে কম বলা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে 'কবি পরিচিতি' শিরোনামায় পরিশি-ষ্টাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে নজরুল জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে লেখা আবদুল কাদিরের দশটি প্রবন্ধ।

চারখণ্ডে 'নজরুল রচনাবলী' প্রকাশ নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় সংযোজন। প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড পরে বাংলা একাডেমী এবং বিশেষভাবে সম্পাদক হিসেবে আবদুল কাদির এতে সকল কৃতিত্বের দাবিদার। রচনাবলীতে কবির গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতি খণ্ডের শেষে সংকলিত গ্রন্থগুলির রচনা ও প্রকাশের পরিচয় এবং বর্ণানুক্রমিক সূচি স্থান পেয়েছে।

প্রথম খণ্ডে (১৯৬৬) নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের প্রথম যুগের—যে-যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য এর সংযোজন বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৭) নজরুলের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় যুগের—আবদুল কাদিরের মতে যখন তিনি প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা অর্থাৎ সাম্যবাদী, সর্বহারা ও ফণিমনসার যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য সংযোজন বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম যুগে রচিত।

তৃতীয় খণ্ডে (১৯৭৬) নজরুলের সাহিত্য জীবনের তৃতীয় যুগের—যখন তিনি প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠাপন্ন—প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে সন্নিবেশিত 'সত্য বাণী' তাঁর প্রথম যুগের রচনা।

চতুর্থ খণ্ডে (১৯৭৭) নজরুলের সাহিত্য জীবনের চতুর্থ যুগের—যখন ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা, মরমীয়া গান এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে—প্রায় সব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি দ্বিতীয় যুগে রচিত। 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে (১৯৮৪) অন্তর্ভুক্ত রচনার মধ্যে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙেফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' ছাড়া অন্য সব রচনাই গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় এখানে পরিবেশিত হয়েছে। 'মৃত্যুতারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় বিধৃত। কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা' অনুষ্ঠানে ধ্রুপদ রাগ ও নবতন রাগের বহু সঙ্গীত প্রচারিত হয়—এগুলিই 'সন্ধ্যামণি', 'গীতিবিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা' শিরোনামার অধীনে বিন্যস্ত। এই খণ্ডে এছাড়া রয়েছে দু'টি চিত্র ও কবির স্বহস্ত লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি।

সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত 'চক্রবাক' (১৯৬৮) নজরুল-সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশেষত এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদকের বক্তব্য হিসেবে তিনি নজরুলের কবিতার প্রকৃতি বিচারে যে-গভীর মার্কসবাদী বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনার পরিচয় দেন তা বিশেষ তাৎপর্যবহ। শুধুমাত্র চক্রবাক কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কেই নয় তাঁর এই ভূমিকাকে নজরুলের কবিতার একটি সামগ্রিক আলোচনা হিসেবেও গণ্য করা যায়। রোম্যান্টিকতাকেই তিনি নজরুলের কবিতার মৌল সুর হিসেবে চিহ্নিত করেন:

> বস্তুতন্ত্রতা ,স্বভাবতন্ত্রতা, ব্যক্তিতন্ত্রতা এবং বিশ্বতন্ত্রতা নজরুলের কবি মানসকে পরিপুষ্টি দান করেছে, বিচিত্রতায় চিহ্নিত করেছে ——তবে নজরুলের সৃষ্টিক্ষম-প্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি রোম্যান্টিকতা।'''নজরুলের দেশকাল তাঁর রোম্যান্টিক-মানসকে সমকালীন উপাদানে রূপায়িত করে বিচিত্র সংশ্লেষ দান করেছে।

নজরুল-সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতার দিক থেকে সৈয়দ আকরম হোসেনের পরই হায়াৎ মামুদের স্থান। ১৯৬৯ সালে একই বছরে তিনি 'সঞ্চিতা', 'দোলন-চাঁপা' ও 'শিউলি-মালা' সম্পাদনা করে এই বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিটি গ্রন্থেই বিশ্লেষণাত্মক মূল্যবান ভূমিকা ছাড়া তিনি যে কবি-জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় সংযোজন করেছেন তাতে সামগ্রিক তথ্য প্রদানের দিকে তাঁর একান্ত মনোনিবেশ সুস্পষ্ট। প্রতিটি গ্রন্থেই নিখুঁত পারিপাট্যের ছাপ বিদ্যমান।

'সঞ্চিতা'র ভূমিকায় নজরুল ইসলামের কবি-মানস সম্পর্কে হায়াৎ মামুদ যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা যুক্তিসিদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ; পক্ষপাতদুষ্ট, উচ্ছ্বাস-আপ্লুত কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমণ্ডিত নয়। তাই সংক্ষিপ্ত হলেও এই বক্তব্যের আবেদন তাৎপর্যপূর্ণ:

> সমগ্র নজরুল কাব্য শরীরের একচ্ছত্র অধীশ্বর তাঁর সংগ্রাম চৈতন্য ও প্রেমিক মানস। এই দুই প্রত্যন্ত মেরুতেই তাঁর কবিতার সীমা চিহ্নিত। আর উক্ত দ্বৈত মানসিকতারই যোগফল তাঁর মানববীক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধ। অন্য যা-কিছু উপশাখা দেখি তাঁর কাব্য ভাবনার: হিন্দু-মুসলিম অবিভাজ্যতা, শ্যামাসঙ্গীত ও

ইসলামী গান, সুফী মরমীয়াবাদ ও হিন্দু-তন্ত্র সাধনায় আসক্তি—সবকিছুই ঐ দুই পরম বিক্রমশীল অনুভব ও বোধের সংশ্লেষণ। আধুনিক বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র বাণীশিল্পী যাঁর কর্মে ও চিন্তায় এ-যুগের অভিশাপ—ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মান্ধতা বিন্দুতম রেখাপাতে সক্ষম হয়নি। সমস্ত মালিন্য ও বিভেদ চেতনাকে পৌরুষ ও প্রাণাবেগে জয় করেছিলেন তিনি। বিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীতে এই বাঙালী কবি চৈতন্য শুধুমাত্র মনুষ্যত্বকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর দীক্ষা যদি সংগ্রামের হয়, তবে তা মনুষ্যত্বেরই জন্য; তাঁর আর্তি যদি প্রেমের জন্য হয়, তবে তা একান্তই মানুষী প্রেম।

'দোলন-চাঁপা'-র সংক্ষিপ্ত ভূমিকাতে তিনি নজরুলের কবিসত্তার মৌল বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে দেখান যে রোম্যান্টিকতাই তার মৌল-স্বভাবধর্ম। তাঁর সংগ্রামী-চেতনা ও প্রেম-চেতনা উভয়ই এই রোম্যান্টিক -তার মিশ্র ফসল। একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি:

তাঁর রোম্যান্টিকতা, ও-ই একমাত্র বিবেচ্য। নজরুলের যাবতীয় আবেগ কর্মপ্রেরণা, কবি সত্তা, তাঁর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সাধ ও সাধনা সমস্ত কিছুর উৎসস্থল ঐ কামধেনু।... তাঁর সংগ্রাম ও তাঁর প্রেম, আপাতদৃষ্টিতে দুই যুযুধান প্রত্যয়, প্রকৃতপক্ষে এক মুদ্রারই দুই পিঠ। সংগ্রাম তার ঐ প্রেমের জন্যই, প্রেমের প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর এনার্কি অবশেষে মূল্য পায়।

'শিউলি-মালা'র সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় হায়াৎ মামুদ এই গ্রন্থের আলোচনা-সূত্রে নজরুলের কথাসাহিত্য সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়নে প্রয়াসী। তাঁর মতে, তিনটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'শিউলি-মালা'-ই সার্থকতায় বিশিষ্ট। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যে ব্যর্থতা যে নিদারুণ পীড়দায়ক তা আন্তরিকভাবে উন্মোচন করে লেখক বলেন যে—

...কবিতায় যা তাঁর এতো, সেই রোম্যান্টিক দৃষ্টি ও আবেগই সংহারক হয়ে দাঁড়ালো তার কাহিনীনির্মাণে। এরকমই মনে হয় আমাদের যদি তাঁর গল্প ও উপন্যাসের শীর্ণ ফসল হাতে

নিই; ব্যতিক্রম যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তা নয়, তবু এটাই সাধারণ চরিত্র তাঁর কথাশিল্পের।

নজরুল ইসলামের অসংকলিত পাঁচশত গান নিয়ে নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের 'নজরুল গীতি' (১৯৭১-৭২) একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। নজরুলের গানের বইগুলোতে সংকলিত কম-বেশি এক হাজার গানের বাইরে দুই-তিন হাজার গান জ্ঞাত-অজ্ঞাত সূত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো সংগ্রহ, উদ্ধার, আবিষ্কার এবং সংকলিত করার মহৎ উদ্যোগ নিয়ে নজরুল একাডেমী যে গবেষণা-মূলক প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গ্রন্থ-ভুক্ত হয়েছে-হয়নি এমন পঞ্চাশটি প্রেমের কবিতা নিয়ে এম. এ. মজিদ 'নজরুলের প্রেমের কবিতা' (১৯৭২) শীর্ষক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে পাঁচটি প্রবন্ধে তিনি নজরুলের প্রেম বিষয়ক কবিতাবলীর প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। এছাড়া সংকলিত কবিতার শুরু ও শেষে দু'টি আলোচনায় কবিতাগুলির প্রকাশ-সম্পর্কিত পরিচিতিমূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে পরিবেশিত হয়েছে নজরুলের গ্রন্থ-পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী। প্রবন্ধসমূহে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে বিভিন্নসূত্রে যে প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে তা আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন যে নজরুলের কবিতা ও গানে বিধৃত প্রেম-প্রসঙ্গ তাঁর সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত প্রেমিক-জীবনেরই স্বতন্ত্র প্রকাশ। নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রেমই তাঁর প্রেমের কবিতার উৎসমূল। এই বিশ্লেষণে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়নি।

আলমগীর জলিল সম্পাদিত 'নজরুলের রচনা সংগ্রহে'র (১৯৭৭) ১ম খণ্ড নজরুলের অসংকলিত রচনা গ্রন্থনার প্রশংসনীয় প্রয়াসের অন্যতম। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নানা উৎস থেকে সংগৃহীত নজরুলের বিভিন্ন গান, কবিতা ও আশীর্বচন। গ্রন্থ-সম্পাদনে তাঁর গবেষণাধর্মী শ্রমসাধ্য আন্তরিকতা বর্তমান। নজরুল সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যও উচ্ছ্বাস-প্রণোদিত নয়। যেমন: ভূমিকাংশে তিনি "বাংলা কাব্যের ইতিহাসে

কবিগুরু রবীন্দ্রের পরে সবচেয়ে উচ্চকিত, স্মরণীয়, বরণীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহৎ কবি কাজী নজরুল ইসলাম"---এই আখ্যা প্রদানের পাশাপাশি একথাও বলেন যে, "শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে মননপ্রতিভা ও সুস্থির অনুশীলন প্রয়োজন নজরুলের তা ছিল না।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আবদুল মুকীত চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান' (১৯৮০) শীর্ষক ইসলামী গানের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। প্রকাশক-সম্পাদক উভয়ে নজরুলের ইসলামী মনোভাবকে পুঁজি করে তাঁকে ইসলামের কবি হিসেবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রকাশকের কথায় বলা হয়েছে: "উপমহাদেশের মুসলমানদের এক তমসা-ঘন দুর্দিনে কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন জাগরণের উদাত্ত আহবান নিয়ে।"

অন্যদিকে সম্পাদক নজরুলকে 'মহাকবি' হিসেবে আখ্যায়িত করে ভূমিকাংশে বলেন: "মুসলিম জাগরণ নজরুল কামনা করেছিলেন; তাঁর জীবৎকালে তা গতিশীল হয়েছিল। উদ্দীপনার সেই প্রবাহ আজ জোয়ারের রূপ ধরে আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। সারা বিশ্বে আজ ইসলামের নবজাগরণ নতুনরূপে উদ্ভাসিত। বলা যেতে পারে, কবির বিগত দিনের স্বপ্ন ও আশা আজ সাফল্যের তোরণে উপনীত।"

বলা বাহুল্য, নজরুল-সম্পর্কিত এ-মন্তব্য সত্যের বিকৃতিমাত্র। পাকিস্তানের দুই যুগ ধরে শাসকশ্রেণী কর্তৃক নজরুলকে মুসলিম কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অপপ্রয়াস চলছিল তারই উত্তরাধিকার বহন করছে এই বক্তব্য। অথচ এই উদ্দেশ্য পরিহার করে বাস্তবসম্মতভাবেই নজরুল ইসলামের গানের একটি পৃথক সংকলন প্রকাশিত হলে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

একই উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা সতেরটি কবিতার সংকলন-গ্রন্থ 'চিরঞ্জীব' (১৯৮২), গ্রন্থশেষে কবির জীবনপঞ্জী ছাড়াও ঐসব মুসলিম ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রথিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে রফিকুল ইসলামের প্রশংসিত অবদান কাজী নজরুল ইসলামের 'গীতি সংকলন' সম্পাদনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে লক্ষ্যযোগ্য। নজরুলের গানকে, অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর এক মহৎ কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নজরুলের সবগানের একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছেন। ইতোমধ্যে প্রকাশিত গীতি সংকলনের তিনটি খণ্ডে নজরুলের ১৪৭৬টি গান সংকলিত হয়েছে। নজরুলের এতগুলি গান একত্রে সংকলন এই প্রথম। এর আগে নজরুল একাডেমী কবি তালিম হোসেনের সম্পাদনায় নজরুল গীতির যে পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করে তাতে মাত্র পাঁচশ গান সংকলিত হয়। এদিক থেকে রফিকুল ইসলামের এই কর্মপ্রয়াস শুধু প্রশংসনীয় বললে কম বলা হয়। কেননা সমালোচকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নজরুল ইসলামের বড়ো কৃতিত্ব সঙ্গীত রচনায় অথচ এই সঙ্গীতই গ্রন্থাকারে সংকলন কিংবা ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অভাবে কিংবা স্বরলিপি নির্মাণের অভাবে অধিকাংশই হারিয়ে যাচ্ছে।

গীতিসংকলনের প্রথম খণ্ডে পাঁচশ' প্রেমের গান, দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশ তেত্রিশটি প্রেমের গান ও তিনশ চারটি প্রকৃতির গান এবং তৃতীয় খণ্ডে একশ চল্লিশটি উদ্দীপনামূলক ও একশ আটানব্বুইটি ইসলামী গান সংকলিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রফিকুল ইসলাম সংক্ষিপ্তাকারে হলেও নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের যে রূপ-রেখা তুলে ধরেছেন তাতে গভীর বিশ্লেষণের ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুবাদে নজরুলচর্চা

পাকিস্তান আমলে নজরুল জীবন ও সাহিত্য কর্মের কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে মিজানুর রহমানের 'Nazrul Islam' (১৯৫৫) শীর্ষক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। পঁয়ত্রিশটি কবিতা, গান ও গজলের অনুবাদ এতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে

তিনি তিনটি অধ্যায়ে নজরুলের পরিচয় তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটিতে নজরুলের 'সাম্যবাদ' ও সর্বহারা-যুগের তুলনায় প্যান্ ইসলামিক দর্শনভিত্তিক কবিতারই স্থান বেশি। এর অনুবাদও তেমন সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

এদিক থেকে কবীর চৌধুরীর 'Selected Poems of Nazrul Islam' (১৯৬৩) গ্রন্থটি সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। চল্লিশটি কবিতার এই অনুবাদ-গ্রন্থটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের সূচনায় নজরুল সম্পর্কে তিনি কতকগুলি ইতিবাচক কথা বলেছেন যা ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবীর চৌধুরী গ্রন্থশেষে অপরিচিত পৌরাণিক শব্দের একটি টীকা জুড়ে দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটি বিদেশী পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। কবীর চৌধুরীর অনুবাদে স্বকীয়তা বর্তমান।

উপসংহার

বিভাগোত্তরকালে নজরুল জন্ম-জয়ন্তীকে কেন্দ্র ক'রে প্রধানত নজরুল-চর্চা হয়েছে। তবে তার বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, বিচ্ছিন্ন গবেষণা-প্রয়াস, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমেও নজরুলচর্চা হয়েছে। এবং সংখ্যার বিচারে বিভাগোত্তরকালের নজরুলচর্চার উদ্যোগ অবহেলার নয়। স্বাধীনতাউত্তরকালে গ্রন্থ-রচনার উদ্যোগ বেড়েছে। বেড়েছে গবেষণা-উদ্যোগ। নজরুল ইসলামের জীবন ও রচনা এখন উচ্চতর গবেষণার উপাদানে পরিণত হয়েছে।

বিভাগোত্তরকালে নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস-তাড়না ভক্তিরসই যেখানে মুখ্য ধারা ছিল স্বাধীনতাউত্তরকালে সেখানে বস্তুনিষ্ঠতা তথা মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড ব্যবহৃত হওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়। তবুও বলা অসঙ্গত নয় যে, পরিমাণগত বিচারে নয় গুণগত বিচারে নজরুল-চর্চার দীনতা আমাদের এখনও ঘোচেনি। নতুন প্রজন্মের তরুণ গবেষক সমালোচকরা সেই দৈন্য ঘুচাক—সেটাই আমাদের একান্ত কামনা।

তথ্যনির্দেশ

১ বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ: কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৯ (প্র. প্র. ১৯৪৬), পৃ. ১২৯

২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৬ই জুন, ১৯৭০, পৃ. ৩৮৬

৩ সৈয়দ আলী আহসান; কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, মুক্তধারা, কলিকাতা, ভারতে প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ (বাংলাদেশে প্র. প্র. পৌষ ১৩৭৫), পৃ. ১৬৭

৪ জীবনানন্দ দাশের 'নজরুলের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ নজরুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৫ সৈয়দ আকরম হোসেন; 'নজরুলের নটরাজ: বিশ্বছন্দের প্রত্নপ্রতিমা', বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ, ৬৭

৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; 'নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৩৪১

৭ বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ, কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৯, 'নজরুল ইসলাম' (১২৫-১৩১ পৃ.) শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর'—একথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধ'রে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পরপর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একইরকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'লো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না। (পৃ. ১৩০)

৮ পাকিস্তান সরকারের নিজ প্রকাশনা 'মাহে নাও' পত্রিকার ১৩৫৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় বিচারপতি আবদুল মওদুদ লিখিত নিবন্ধে বলা হয়: "পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক নজরুলকে সানন্দে তাদের জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।"

৯ তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ; হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ১৯৭৩, 'নজরুল ইসলাম অহিফেন' (পৃ. ৫২৪-৩১) শীর্ষক বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

১০ প্রাগুক্ত, বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রবন্ধটিতে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনকে অহিফেন বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষায়: "শোষণের হাতিয়াররূপ মিথ্যাকে লেনিন আখ্যা দিয়েছিলেন অহিফেন। অহিফেন সেবনে মানুষের সুস্থ চেতনা যেমন আক্রান্ত হয়, অনুপাতজ্ঞান ও কার্যক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছুকে মনে হয় অবাস্তব, তেমনি মিথ্যারূপী অহিফেনও মানুষের চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও কার্যক্ষমতাকে বিলুপ্ত করে।"

১১ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম ; সমকালে নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, প্রস্তাবনা অংশ দ্রষ্টব্য।

১২ শাহাবুদ্দীন আহমেদ; নজরুল সাহিত্য বিচার, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬, "নজরুল চর্চা: দেশে-বিদেশে" (১-৩৬ পৃ.) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩ সৈয়দ আলী আহসান; কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৌষ ১৩৭৫ (ডিসেম্বর ১৯৬৮), পৃ. ১৯৮

১৪ শাহাবুদ্দীন আহমেদ; শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, অকটোবর ১৯৭০, পৃ. ২১

১৫ হায়াৎ মামুদ; নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২৯ আগস্ট ১৯৮৩, পৃ. ৪

১৬ নজরুল পরিচিতি : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ২৪

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

২০ নজরুল সাহিত্য ; মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৭২, পৃ. ৫৮

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

২৫ নজরুল মানস সমীক্ষা ; জি. এম. হালিম সম্পাদিত, পূবালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১০৪

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

২৮ নজরুল ইসলাম ; মুস্তফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান, অকটোবর ১৯৬৯, পৃ. ১০২-০৩

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

৩২ নজরুল সমীক্ষণ ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশিত, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃ. ২৮

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

৩৬ নজরুল গদ্য সমীক্ষা ; মুহম্মদ মজিরউদ্দীন সম্পাদিত, আদিল ব্রাদার্স, জুন ১৯৭৮, পৃ. ১৩

গ্রন্থপঞ্জি

নজরুলচর্চা : সাহিত্যগবেষণা

আবুল ফজল ; বিদ্রোহী কবি নজরুল, প্রকাশক : সুধীর সিংহ, আন্দর-কিল্লা, চট্টগ্রাম, চৈত্র ১৩৫৪ (মার্চ ১৯৪৭)

আবদুল কাদির ও কাজী আবদুল ওদুদ ; নজরুল প্রতিভা, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, (ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, ঢাকা) ১৯৪৯ (এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কাজী আবদুল ওদুদের তিনটি প্রবন্ধই পরে লেখকের 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে)

কাজী মোতাহার হোসেন ; নজরুল কাব্য পরিচিতি, জুয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯

সৈয়দ আলী আহসান ; নজরুল ইসলাম, মুখদুমী এণ্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২। এই গ্রন্থের সবগুলো প্রবন্ধই পরে লেখকের 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ; নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৫৩

জয়গোবিন্দ ভৌমিক ; জাতীয় জাগরণে নজরুল , প্রকাশক : দেওয়ান আবদুল কাদের, বুক সোসাইটি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬২, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ১৯৮১

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌ ; নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, মে ১৯৬৩, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

আহমদ রফিক ; নজরুল কাব্যে জীবন সাধনা, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৬

আমীর হোসেন চোধুরী ; নজরুল কাব্যে রাজনীতি, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৬

আতাউর রহমান ; কবি নজরুল (১ম খণ্ড), শুভ্রা প্রকাশনী, ১৯৬৮

গাজী শামসুর রহমান ; নজরুলের বিচার, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, ডিসেম্বর ১৯৬৮

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ; রেনেসাঁ ও নজরুল, ১৯৬৯

রফিকুল ইসলাম; নজরুল নির্দেশিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৬৯

মোবাশ্বের আলী ; নজরুল প্রতিভা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

রাজিয়া সুলতানা ; নজরুল অন্বেষা (প্রথম খণ্ড ॥ স্বরবর্ণ) মখদুমী এণ্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী, বাবুবাজার, ঢাকা-১, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ (১৯৬৯)

অশোককুমার মিশ্র ; নজরুল-প্রতিভা পরিচিতি, বাণীভবন, ১৪ কোর্ট-হাউস স্ট্রীট্‌, ঢাকা-১, ১১ই ভাদ্র ১৩৭৬ (২৮শে আগস্ট ১৯৬৯)

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ; নির্ঘণ্ট অভিধান (প্রথম খণ্ড নজরুল রচনাবলী), কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৭০

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ; শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, অকটোবর ১৯৭০

বেগম জেবু আহমেদ ; ইসলামের সৌন্দর্য ও কবি নজরুল ইসলাম, খেলাঘর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০

আতাউর রহমান ; নজরুল কাব্য সমীক্ষা, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১ ('কবি নজরুল' গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ)

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ; নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ (১৯৭৩)

রাজিয়া সুলতানা ; কথাশিল্পী নজরুল, মখদুমী এণ্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ; নজরুল সাহিত্য বিচার, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ ; নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ২৯ আগস্ট ১৯৭৭

করুণাময় গোস্বামী ; নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৭৮

করুণাময় গোস্বামী ; কাজী নজরুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮০

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ; ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০

রফিকুল ইসলাম ; কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮২

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ; নজরুল কাব্যে নবী মোস্তফা, ১৯৮২

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ; শিশু সাহিত্যে নজরুল, ১৯৮৩

মুজিবুর রহমান বিশ্বাস ; নজরুল, ঢাকা, ১৯৮৩

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ; নজরুল সাহিত্য দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

নজরুল জীবন-গবেষণা ও স্মৃতিকথা

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ; ছোটদের নজরুল, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন ; যুগস্রষ্টা নজরুল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৭

শামসুন্নাহার মাহমুদ ; নজরুলকে যেমন দেখেছি, নবযুগ প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৬৫ (১৯৫৯)

সুফী জুলফিকার হায়দার ; নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় ,প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক কেন্দ্র, ঢাকা

মেসবাহুল হক ; ছোটদের নজরুল ইসলাম, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, শীত ১৩৭২ (১৯৬৫)

সৈয়দ আলী আশরাফ ; নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়, বাংলা সাহিত্য বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, করাচী, আগস্ট ১৯৬৭

এম. এ. মজিদ ; ছোটদের কবি নজরুল, ১৯৬৮

বন্দে আলী মিয়া ; জীবনশিল্পী নজরুল, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১

রফিকুল ইসলাম ; নজরুল জীবনী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৫শে মে ১৯৭২

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ; ছোটদের নজরুল, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, অকটোবর ১৯৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৫

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ; কুমিল্লায় নজরুল, কুমিল্লা, ১৯৭৬

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ; ছোটদের নজরুল, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ; কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ঢাকা, ১৯৮২

মোহাম্মদ মোদাব্বের ; নজরুল ইসলাম, শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

হায়াৎ মামুদ ; নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২৯ আগস্ট ১৯৮৩

মুস্তফা নূর-উল ইসলাম ; সমকালে নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্প-কলা একাডেমী, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০ (নভেম্বর ১৯৮৩)

অশোক গুহ ; অগ্নি-বীণা বাজান যিনি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

নজরুলচর্চা : প্রবন্ধ-সংকলন

নজরুল-পরিচিতি ; পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ : মে ১৯৫৯, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টম্বর ১৯৬৮

নজরুল-সাহিত্য ; মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ : রওনক পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ (২৫ মে ১৯৬০), দ্বিতীয় সংস্করণ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭২ (১৯৬৫), তৃতীয় সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৭৭

নজরুল মানস সমীক্ষা ; জি. এম. হালিম সম্পাদিত, পূবালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

নজরুল ইসলাম ; মুস্তফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, অকটোবর ১৯৬৯

নজরুল সমীক্ষণ ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭২

তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ ; হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ (১৯৭৩)

নজরুল গদ্য সমীক্ষা ; মুহম্মদ মজিরউদ্দিন সম্পাদিত, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, জুন ১৯৭৮

নজরুল প্রতিভা পরিচয় ; সুফী জুলফিকার হায়দার, সুফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৫

নজরুলচর্চা : সাহিত্য-সম্পাদনা

মরু-ভাস্কর ; প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৫০

নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ গল্প ; আবুল হাসান শামসুদ্দীন সম্পাদিত, প্রকাশক : আবদুল হক, ঢাকা, ১৯৫৫

নজরুল রচনা সম্ভার ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, পাইওনীয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ২৫ মে ১৯৬১, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৫ মে ১৯৬৯

কাব্য সঞ্চয়ন : স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬১

শ্রেষ্ঠ গল্প : প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৩৬৮

নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড : আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৬

নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭

অগ্নি-বীণা ; আবুল কাসেম চৌধুরী সম্পাদিত, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮

চক্রবাক ; সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, পুস্তকঘর, ঢাকা, ১৯৬৮

সঞ্চিতা ; হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৬৯

দোলন-চাঁপা ; হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, অকটোবর ১৯৬৯

শিউলি-মালা ; হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৬৯

নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০

সঞ্চিতা ; বদিউর রহমান সম্পাদিত, উজ্জল প্রকাশনী, বরিশাল, ১৩৭৭ (১৯৭০)

রিক্তের বেদন ; আবুল বাসার সম্পাদিত, মিতালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০

নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা ; মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, প্রকাশিকা : আফিয়া খাতুন, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা, ডিসেম্বর ১৯৭০

নজরুল গীতি (১ম-৫ম খণ্ড) ; তালিম হোসেন সম্পাদিত, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ১ম-৩য় খণ্ড : ১৯৭১, ৪র্থ-৫ম খণ্ড : ১৯৭২

নজরুলের প্রেমের কবিতা ; এম. আবদুল মজিদ, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭২

নজরুল গীতিকা : কথাকলি, ঢাকা, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ (১৯৭৩)

সঞ্চিতা : চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, দ্বিতীয় বাংলাদেশ সংস্করণ : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

নজরুল রচনা সংগ্রহ ; আলমগীর জলিল সম্পাদিত, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, মে ১৯৭৭

খুকী ও কাঠবেড়ালী ; শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯

নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান ; আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২৫ মে ১৯৮০

চিরঞ্জীব : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৮২

নজরুল রচনাবলী ৫ম খণ্ড প্রথমার্ধ ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ২৫শে মে ১৯৮৪

গীতি সংকলন ১ম-৩য় খণ্ড ; রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম খণ্ড : আগস্ট ১৯৮৪, দ্বিতীয় খণ্ড : মে ১৯৮৫, তৃতীয় খণ্ড : ডিসেম্বর ১৯৮৫

নজরুল রচনাবলী ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ ; আবদুল কাদির সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ : ১লা পৌষ ১৩৯১, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অনুবাদে নজরুলচর্চা

Nazrul Islam ; Mizanur Rahman, পাকিস্তান বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, জুন, ১৯৫৫

Nazrul and Rabindranath ; Amin Hossain Chowdhury, নজরুল ফোরাম, ঢাকা, ১৯৬২

Selected Poems (Nazrul Islam) ; কবীর চৌধুরী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৬৩

Introduciug Nazrul Islam ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৬

The Firy Lyre of Nazrul Islam ; আবদুল হাকিম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Selected Poems of Nazrul Islam ; Syed Mujibul Huq, ইস্পাহানী কলোনী, ঢাকা, ১৯৮৪